বেলাল আহমেদ রাজু পরিচালিত

BCS প্রিলিমিনারি

বাংলাদেশ বি

আলোচ্য বিষ

* নৈতিকতা
* মূল্যবোধ
* সুশাসন

ঢাকার শাখাসমূহ

ফার্মগেট ক্যাম্পাস
২২, ইন্দিরা রোড, রাশেদ বুকস হাউজ এর চতুর্থ তলা, ফার্মগেট, ঢাকা।
ফোনঃ ০১৯৭২১০১৫১৪/১৬

নীলক্ষেত হেড অফিস
রাফিন প্লাজা (৮ম তলা), ৩/ই মিরপুর রোড, নীলক্ষেত নিউমার্কেট
ফোনঃ ০১৯৭২১০১৫০২/০৩

মিরপুর ক্যা
১০ নং গোলচত্তরের
চান ম্যানশন (৩য় তলা),
ফোনঃ ০১৯২২১০১

উত্তরা ক্যাম্পাস
বাড়ী-৪,রোড-২, সেক্টর-৬, হাউজ বিল্ডিং (জনতা ব্যাংকের পিছনে), উত্তরা, ঢাকা
ফোনঃ ০১৯৭২১০১৫০৯/১৯

মালিবাগ ক্যাম্পাস
মালিবাগ মোড়, ঢাকা বিজ্ঞান কলেজ, ৩নং ভবনের ৪র্থ তলা
ফোনঃ ০১৯২২১০১৫৩৫/৩৬

যাত্রাবাড়ী ক্যাম্পাস
৩৩/২, নোয়াব স্টোন টাওয়ার(২য় তলা) যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল স্কুলের বিপরীতে
ফোনঃ ০১৯৭২১০১৫৪২/৪৪

ঢাকার বাইরের শাখাসমূহ

চট্টগ্রাম ক্যাম্পাস-১
গুলজার টাওয়ার (৪র্থ তলা) চক বাজার
ফোন: ০১৯২২১০১৫০৫

চট্টগ্রাম ক্যাম্পাস-২
GEC মোড়, সেন্ট্রাল প্লাজার পূর্ব পার্শ্বের গলি,
ফোনঃ ০১৯২২১০১৫০৬

ময়মনসিংহ ক্যাম্পাস
১১/১, আলিমুন প্লাজা, অলকা নদী বাংলার সামনে (৪র্থ তলা)
ফোনঃ ০১৯২২১০১৫৩৩/৩৪

রাজশাহী ক্যাম্পাস
কুমার পাড়া মোড়, ২১১ রোকেয়া ভবন ৩য় তলা (বোয়ালিয়া থানার সামনে)
ফোনঃ ০১৯২২১০১৫২২/২৩

টাঙ্গাইল ক্যাম্পাস
রেজিষ্ট্রি পাড়া, শাহীন কলেজের সামনে
ফোনঃ ০১৯২২১০১৫৪৫/৪৬

খুলনা ক্যাম্পাস
মৌ মার্কেট (২য় তলা), বয়রা বাজার
ফোনঃ ০১৯২২১০১৫১৭/১৮

কুমিল্লা ক্যাম্পাস
পুলিশ লাইন মোড় চৌধুরী প্লাজা (৫ম তলা)
ফোনঃ ০১৯২২১০১৫২৬/২৭

সিলেট ক্যাম্পাস
পয়েন্ট ভিউ শপিং সেন্টার (৩য় তলা) আম্বর খানা পয়েন্ট, সিলেট।
ফোন ঃ ০১৯২২-১০১৫৩০/৩১

কুষ্টিয়া ক্যাম্পাস
৪৮ নং মাহতাব উদ্দিন সড়ক পুরাতন কাটাই খানার মোড় (৩য় তলা) নতুন কোর্ট পাড়া কুষ্টিয়া
ফোনঃ ০১৯২২১০১৫৩৭/৩৮

রংপুর ক্যাম্পাস
ফোনঃ ০১৯৭২১০১৫২৪/২৫

নোয়াখালী ক্যাম্পাস
মনোয়ার প্লাজা (৩য় তলা), নিরাময় হাসপাতালের সামনে, প্রধান সড়ক, মাইজদী
ফোনঃ ০১৯২২১০১৫২১

ফরিদপুর ক্যাম্পাস
স্বপ্নচূড়া বিল্ডিং (নীচ তলা) ঝিলটুলি রাজেন্দ্র কলেজ মহিলা হোস্টেলের বিপরীতে
মোবাইল: ০১৯২২-১০১৫২৯

বগুড়া ক্যাম্পাস
কমার্স কোচিং সেন্টার, জলেশ্বরী তলা, বগুড়া
ফোনঃ ০১৯২২১০১৫২০

BCS কনফিডেন্স

শুধু BCS প্রোগ্রাম

কর্পোরেট অফিস ঃ ২২, ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ফোন : ০১৯৭২১০১৫১৪/১৬
bcsraju@gmail.com, facebook/BCS CONFIDENCE CTG

নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

বিগত BCS পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর:

১. নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় কী?
(ক) মানুষের আচরণের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান।
(খ) মানুষের জীবনের সফলতার দিকগুলো আলোচনা
(গ) সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের আলোচনা ও মূল্যায়ন
(ঘ) ■সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের আলোচনা ও মূল্যায়ন।

২. মানুষের কোন ক্রিয়া নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়?
(ক) ■ ঐচ্ছিক ক্রিয়া (খ) অনৈচ্ছিক ক্রিয়া
(গ) ইচ্ছা নিরপেক্ষ ক্রিয়া (ঘ) ক ও গ নামক ক্রিয়া।

৩. মূল্যবোধ (Values) কী?
(ক)■মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদ-
(খ) শুধুমাত্র মানুষের প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাদি নির্ধারণের দিক নির্দেশনা।
(গ) সমাজ জীবনে মানুষের সুখী হওয়ার প্রয়োজনীয় মনোভাব।
(ঘ) মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ

৪. সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি কী?
(ক) ■ আইনের শাসন (খ) নৈতিকতা
(গ) সাম্য (ঘ) উপরের সবগুলো।

৫. সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে-
(ক) ■ মত প্রকাশের স্বাধীনতা (খ) নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা
(গ) প্রশাসনের নিরপেক্ষতা (ঘ) নিরপেক্ষ আইন ব্যবস্থা।

৬. সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের সুশাসনের কোন দিকটির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে?
(ক) সুশাসনের সামাজিক দিক
(খ) সুশাসনের মূল্যবোধের দিক
(গ) সুশাসনের অর্থনৈতিক দিক
(ঘ) ■ সুশাসনের গণতান্ত্রিক দিক।

৭. 'আইনের চোখে সব নাগরিক সমান'- বাংলাদেশের সংবিধানের কত নম্বর ধারায় এ নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে?
(ক) ধারা-০৭ (খ) ■ ধারা ২৭
(গ) ধারা ৩৭ (ঘ) ধারা ৪৭

৮. Johannesburg Plan of Implementation সুশাসনের সঙ্গে নিচের কোন বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়?
(ক)■টেকসই উন্নয়ন (খ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন
(গ) সাংস্কৃতিক উন্নয়ন (ঘ)উপরের কোনোটিই নয়।

৯. 'সুশাসন' শব্দটি সর্বপ্রথম কোন সংস্থা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে?
(ক) জাতিসংঘ (খ) ইউ.এন.ডি.পি
(গ) ■ বিশ্বব্যাংক (ঘ) আই.এম.এফ

১০. নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী গণমাধ্যমের অনুপস্থিতি কিসের অন্তরায়?
(ক) সামাজিক অবক্ষয়ের (খ) মূল্যবোধ অবক্ষয়ের
(গ)■সুশাসনের (ঘ) শিক্ষার গুণগতমানের

নৈতিকতার সাধারণ ধারণা:

সাধারণ অর্থে নৈতিকতা হলো নীতিমূলক। অর্থাৎ কথাবার্তা, আচার আচরণে নীতির অনুসরণ করাকে নৈতিকতা বলে। নৈতিকতা বিষয়ক সামাজিক চিন্তাচেতনা যেসব অবধারণের মাধ্যমে প্রকাশ পায় তাদেরকে এক কথায় নৈতিক অবধারণ বা নীতিবাক্য বলে। এসব নীতিবাক্যগুলো 'চুরি করা অন্যায়' 'মিথ্যা বলা ভালো নয়' ইত্যাদি আকারে নিয়মিতক ব্যবহার করা হয়।

নৈতিকতা (Ethics)

নৈতিকতা হলো এক ধরনের মানসিক অবস্থা যা কাউকে অপরের মঙ্গল কামনা করতে এবং সমাজের প্রেক্ষিতে ভাল কাজের অনুপ্রেরণা দেয়। সত্য কথা বলা, গুরুজনকে মান্য করা, অসহায়কে সাহায্য করা, চুরি, দুর্নীতি থেকে বিরত থাকা এগুলো মানুষের নৈতিকতারই বহিঃপ্রকাশ। মোটকথা, নৈতিকতা হলো সমাজের বিবেকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কতগুলো ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের সমষ্টি।

Cambridge International Dictionary of English অনুসারে নৈতিকতা হলো একটি গুণ, যা ভাল আচরণ বা মন্দ আচরণ, স্বচ্ছতা, সততা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত। একে প্রত্যেক ব্যক্তিই আইন বা অন্য কোনো বিষয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

জোনাথন হ্যাইট (Jonathan Haidt. বলেন, 'ধর্ম, ঐতিহ্য, মানব আচরণ এ তিনটি থেকেই নৈতিকতার উদ্ভব ঘটতে পারে।'

তথ্য কণিকায় নৈতিকতা

- 'নৈতিকতা' শব্দটি ইংরজি Ethics শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ। এ শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক 'Ethica' শব্দ থেকে। শব্দটির বাংলা অর্থ হলো আচার-ব্যবহার বা চরিত্র বা রীতিনীতি বা অভ্যাস। সুতরাং শাব্দিক অর্থে নৈতিকতাকে মানুষের রীতিনীতি বা আচার-ব্যবহারকেই বোঝায়।
- নৈতিকতা হচ্ছে নীতিঘটিত বা নীতি সংক্রান্ত বিষয় যা মূলনীতি, সৎনীতি বা উৎকর্ষ নীতিকে ধারণ করে।
- নৈতিকতা হলো একটি গুণ যা ভালো আচরণ অথবা মন্দ আচরণ, স্বচ্ছতা, সততা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত।
- নৈতিকতা হলো সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত আচরণবিধি।
- পরনীতিবিদ্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ– Metaethics।
- নৈতিকতা বলতে সাধারণভাবে ভালোমন্দ বিচার করার ক্ষমতাকে বোঝানো হয়।
- প্রাচীনকালে আইন ও নৈতিকতার মধ্যে কখনো পার্থক্য করা হতো না বললেই চলে।
- যুগের বিবর্তনের রাষ্ট্র একটি পৃথক সত্তা হিসেবে প্রকাশ পাওয়ার পর থেকে আইন ও নৈতিকতা আলাদা পথে হাঁটতে শুরু করে।
- আইন বাহ্যিক আচারণ নিয়ন্ত্রণ করে, আর নৈতিকতা মানুষের মনোজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করে।
- নৈতিকতা মানুষকে অকল্যণের পথ পরিত্যাগ করিয়ে কল্যাণ আনায়নের নিমিত্ত কার্য করে।
- নৈতিকতা হচ্ছে মানুষের বিবেক, চিন্তা, বুদ্ধি ও ন্যায়পরায়ণতার উৎস।
- নৈতিকতা সামাজিক বিবেবক দ্বারা পরিচালিত হয়।
- নৈতিক আইন ভঙ্গ করলে শুধু মানসিক শাস্তি পেতে হয়। লোকনিন্দা এবং বিবেকের দংশনই নৈতিক নিয়ম ভঙ্গকারীর শাস্তি।

- উক্তিটি বাংলা সাহিত্যের প্রতিথযশা কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের।
- স্বাধীনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Liberty
- Liberty শব্দটি ল্যাটিন Liber শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ হলো স্বাধীন বা মুক্ত।
- নীতিবিদ্যার আদর্শিক ভিত্তি– সমাজ।
- নীতিবিদ্যার মূলধারা– ৪টি। যথা: ক. পরনীতিবিদ্যা; খ. ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা; গ. বর্ণনামূলক নীতিবিদ্যা ও ঘ. মানমূলক নীতিবিদ্যা।
- পরনীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়– নৈতিক ভাষার অর্থ ও যুক্তি।
- পরনীতিবিদ্যা হলো– বিভিন্ন নৈতিক উক্তি, পদ বা অবধারণ, নৈতিক পদের সাথে নৈতিক অবধারণের যৌক্তিকতা নিরূপণ, নৈতিকপদ বা অবধারণের অর্থ বিশ্লেষণ প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে যে নৈতিক মতবাদগুলো গড়ে উঠেছে তার সমষ্টি।
- পরনীতিবিদ্যার সূচনাকারী– জি. ই. ম্যুর (G.E. Moore.।
- জি. ই. ম্যুর (G.E. Moore. তাঁর যে গ্রন্থে পরনীতিবিদ্যা আলোচনা করেন– Principia Ethica ।
- Modern Moral Philosophy গ্রন্থটির রচয়িতা– W. D. Hudson ।
- নৈতিক অবধারণের মূলভিত্তি– সমাজ।
- নীতিবিজ্ঞান হলো– মানুষের আচরণ বা ঐচ্ছিক ক্রিয়ার নৈতিক মূল্য বিচার করে যে বিজ্ঞান।
- নীতিবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ– 'Ethica' ।
- 'Ethics' শব্দটি যে শব্দ থেকে এসেছে– 'Ethica'।
- উৎপত্তিগত অর্থে নীতিবিজ্ঞান হলো– মানুষের রীতিনীতি বা অভ্যাস সম্পর্কিত বিজ্ঞান।
- সততা হলো– নৈতিক নিয়মানুযায়ী কর্তব্য করার যে মানসিক প্রবণতা বা বাসনা।
- নৈতিক বিচার একটি মানসিক প্রক্রিয়া– যার দ্বারা একটা কাজ ভালো কি মন্দ নির্ধারণ করা হয় এবং ভাষার মাধ্যমে তা প্রকাশ করা হয়।
- নীতিবিদ্যা হল ব্যক্তি ও সামাজিক আচরণের নৈতিক মূল্য নিরুপণ করে। পক্ষান্তরে, সমাজবিজ্ঞান সামাজিক আচরণের উৎপত্তি, স্বরূপ ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করে।

নৈতিকতার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

- নৈতিকতা কী?
  - নৈতিকতা বা নৈতিকব মূল্য নৈতিক দিক থেকে ভালো ও ন্যায়কে বুঝায়।
- ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্য কী এক?
  - আপাত দৃষ্টিতে এক মনে হলেও ভিন্ন।
- জি.ঈ ম্যুর কোন গ্রন্থে ঘটনা ও মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করেছে?
  - Principiaa Ethica গ্রন্থে।
- নৈতিক ও সামাজিক মূল্যের পার্থক্য কী?
  -নৈতিক অনুমোদন ব্যক্তি তার নিজের কাছ থেকেই পেয়ে থাকে এবং ফলে সে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, উচিত অনুচিতের পার্থক্য করে তার ভালো বা মঙ্গলের চেষ্টা করে। এটা ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ বা নিজস্ব ব্যাপার বা শক্তি। পক্ষান্তরে, সামাজিক মূল্য বাইরের শক্তি। কেননা সামাজিক অনুমোদন বাইরের থেকে ব্যক্তির উপর চাপানোর হয়ে থাকে।
- নীতিবিদ্যার একটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা দিন।
  - নীতিবিদ্যার একটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন,"আচরণের ন্যায় বা ভালো নিয়ে যে আলোচনা, তাকে নীতিবিদ্যা বলা যায়। এ বিদ্যা আচরণ- সম্পর্কীয় সাধারণ মতবাদ এবং এ বিদ্যা ন্যায় বা অন্যায় ও ভালো বা মন্দ প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের ক্রিয়াবলির আলোচনা করে।"
- নৈতিকতা ও ধর্মের মধ্যে সম্পর্ক কী?
  - ধর্ম ও নীতিবিদ্যা উভয়ই আত্মার অমরত্ব বিশ্বাস করে এবং ন্যায় ও নৈতিকতার শিক্ষা দেয়।
- Theory of Good and Evils। গ্রন্থের লেখক কে?
  - রাসড্যাল।
- নীতিবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্কে কী?
  - নীতিবিদ্যা সে সব নৈতিক মানদন্ড নিয়ে আলোচনা করে যা সামাজিক ঘটনার অন্তর্ভুক্ত । আবার সমাজবিজ্ঞান সে সব নৈতিক মানদন্ড ও আদর্শকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে যা সামাজের মধ্যে অবস্থান করে। সুতরাং নীতিবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক পরিপূরক।
- নীতিবিদ্যা পাঠের প্রয়োজনীয়তা কী?
  -নীতিবিদ্যা অধ্যায়ন করে আমরা নৈতিক জীবন যাপনের জন্য প্রয়েঅজনীয় অন্তদৃষ্টি লাভ করে থাকি। এছাড়া নীতিবিদ্যার অনুশীলনে আমাদের নীতিবোধ সুষ্ঠু ও সতেজ করে এবং সমাজ জীবনকে সমৃদ্ধশালী করে তুলতে সাহায্য করে।
- নীতিবিদ্যার স্বতঃসিদ্ধ নীতিমালাগুলো কী কী?
  -ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অমরত্ব, ইচ্ছার স্বাধীনতা।
- রস নৈতিক সূত্রাবলির কয়টি স্তরের কথা বলেছেন?
  -৪টি স্তরের কথা বলেছেন।
- কর্তব্যের সংজ্ঞা দাও।
  -কর্তব্য হলো নৈতিক নীতি অনুসারে মন্দ, অন্যায় ও অনুচিত কাজ পরিত্যাগ করে ভালো, ন্যায় ও উচিত কাজ বাস্তবায়ন করা।
- নৈতিক প্রগতি কী?
  - নৈতিক প্রগতি হলো নৈতিক নীতিমালার আলোকে নৈতিক আদর্শের দিকে ব্যক্তি ক্রমাগত নিম্স্তর বা ধাপ থেকে উচ্চতর ধাপে উন্নীত হবার মধ্য দিয়ে নৈতিক আদর্শকে জীবনে পরিপূর্ণ প্রতিফলিত করার প্রচেষ্টা।
- নৈতিক জগতের উপাদান কী কী?
  - নৈতিক জগৎ হল নৈতিক নীতি, আদর্শ, নৈতিক প্রতিষ্ঠান, নৈতিক অভ্যাস প্রভৃতি উপাদান নিয়ে গঠিত।
- নৈতিক সংকট কী?
  - সামাজিক নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত কারণে মানুষ যখন নৈতিক নিয়ম ও আদর্শ অনুযায়ী তাদের আচার-আচারণকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় তখন যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাকে নৈতিক সংকট বলে।

- নৈতিক সংকটের কারণ কী কী?
১. মূল্যবোধের অবক্ষয়, ২. সুশিক্ষার অভাব, ৩. অপসংস্কৃতি, ৪. দারিদ্রের দুষ্টচক্র ও ৫. সামাজিক পরিবর্তন প্রভৃতি।
- নৈতিক সংকট দুরীকরণ বা রোধের উপায় কী কী?
১. মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি করা, ২. সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা, ৩. সুস্বাস্থ্য পারিবারিক জীবন-যাপন করা প্রভৃতি।
- A Manual of Ethics গ্রন্থের লেখক কে?
-ম্যাকেঞ্জি
- নৈতিক ক্রিয়া ও অনৈতিক ক্রিয়ার প্রার্থক্য কী?
নৈতিক ক্রিয়া কর্ম ব্যক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পক্ষান্তরে, অনৈতিক ক্রিয়া ব্যক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেও পারে আবার নাও পারে।
- নৈতিক শব্দ দ্বারা কী বোঝায়?
- ভালো, ন্যায়, সদগুণ ইত্যাদি।
- অনৈতিক শব্দ দ্বারা কী বোঝায়?
- মন্দ, অসৎ অন্যায় ইত্যাদি।
- অনৈতিক ক্রিয়া কী?
- যে ক্রিয়ার নৈতিক গুণ নেই তাকে অনৈতিক ক্রিয়া বলা হয়। যেমন- মন্দ অসৎ অন্যায় ইত্যাদি নৈতিক গুণহীন।
- নৈতিক বিচারের বৈশিষ্ট্য কী কী?
- নৈতিক চিরের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:
১. মূল্য, ২. বাধ্যতাবোধ, ৩. নৈতিক সঙ্গতি এবং ৪. বস্তুগত বৈধতা।
- নৈতিক বিচার কয় প্রকার ও কী কী?
- তিন প্রকার। যথা: ১. মূল্য বিাচর, ২. কর্তব্য বিচার এবং ৩. শাস্তিক বিচার।
- নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু কী?
- আচরণ হল নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু।
- নৈতিক বিচার কর্তা কে?
- নৈতিক বিচারের কর্তা হল: মানুষের অন্তরস্থ এমন এক বৌদ্ধিক সত্তা যাকে আদর্শ আমি বলা যায়।
- নৈতিক বিচারের প্রয়োজনীয়তা কী?
- নৈতিক বিচার আমাদের মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে, অন্যায় কাজ পরিত্যাগ করতে সহায়তা করে ও কর্তব্য কাজের দিক নির্দেশনা দেয়।
- নৈতিক নিয়ন্ত্রণ কী?
-নৈতিক নিয়ন্ত্রণ হল এমন একটি উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া যা নৈতিক মানদন্ড ও মূল্যবোধ অনুযায়ী ব্যক্তির আচরণের প্রতি সমর্থন যোগায় এবং নৈতিক মানদন্ড ও মূল্যবোধের পরিপন্থী আচরণকে নিরুৎসাহিত করা হয়।
- নৈতিক নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য কী কী?
নৈতিক নিয়ন্ত্রণের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-
১. নৈতিক নিয়ন্ত্রণ সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে।
২. নৈতিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য হল সমাজকে সুপথে পরিচালিত করা।
- নৈতিক নিয়ন্ত্রণের শ্রেণিবিন্যাস কর।
- নৈতিক নিয়ন্ত্রণ সাত প্রকার। যথা: ১. প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ, ২. রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, ৩. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, ৪. শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ, ৫. প্রচার নিয়ন্ত্রণ, ৬. ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ এবং ৭. পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ।
- নৈতিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব কী?
- সামাজিক শৃঙ্খলা আনয়ন, স্থিতিশীল এবং প্রগতিশীল নৈতিক সমাজ গঠন করতে নৈতিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।
- নৈতিক অনুমোদন কয় প্রকার ও কী কী?
- দুই প্রকার। যথা: ১. বাহ্যিক অনুমোদন ও ২. আভ্যন্তরীণ অনুমোদন।
- সব নৈতিকতার শেষ অনুমোদন কী?
- বিবেকপ্রসূত অনুভূতি।
- কান্টের নৈতিক নীতিমালা কীসের উপর নির্ভরশীল?
- শুদ্ধ বুদ্ধির উপর।
- কান্ট ব্যবহারিক বুদ্ধি বলতে কী বুঝিয়েছেন?
-শুদ্ধ বুদ্ধির প্রয়োগের দিক্‌কে ব্যবহারিক বুদ্ধি বলেছেন।
- কান্টের নীতিবিদ্যার মূলনীতি কয়টি ও কী কী?
-তিনটি ১. সদিচ্ছা, কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য ও শর্তহীন আদেশ।
- কান্টের নীতিবিদ্যা কোন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত?
-Deontagical theory এর উপর।
- Deontagical theory বলতে কী বুঝায়?
- যে মতাবাদ অনুসারে কাজের ভালোত্ব বা মন্দত্ব কাজের ভিতরে রয়ে ছে বলা হয় তাকে Deontagical theory ।
- কান্ট সদিচ্ছা বলতে কী বুঝিয়েছেন?
- শর্ত ছাড়া যে ইচ্ছা পরিচালিত হয় তাকে সদিচ্ছা বলে।
- কান্ট কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য কথাটি ব্যবহার করেছেন কেন?
- সদিচ্ছার ধারণাকে আরো জোরদার করার জন্য।
- কান্টের মতে, যুক্তিভিত্তিক জ্ঞানের কয়টি দিক আছে?
- দুইটি যথা- ১. আকারগত, ২. বস্তুগত।
- কান্ট যুক্তিভিত্তিক জ্ঞানের কোন দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন?
- আকার গত দিকের উপর।
- নীতি বিদ্যার কয়টি দিক আছে?
- ২টি- ১. আকারগত, ২। বস্তুগত।
- কান্ট যুক্তিভিত্তিক জ্ঞানের কোন দিকের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন?
- আকারগত দিকের উপর।
- নীতি বিদ্যার কয়টি দিক আছে?
- ২টি ১. ব্যবহারিক ২. তাত্ত্বিক
- মানুষের মহত্ব কোথায় নিহিত?
- মানুষ যে আইন প্রণয়ন করে সেই আইনের প্রতি নিজেকে অনুগত করে। এখানেই মানুষের মহত্ব নিহিত।
- কান্টের মতে, মানুষের বুদ্ধি বৃত্তির সর্বোচ্চ কাজ কী?
- সদিচ্ছার ধারণারকে প্রতিষ্ঠিত করা।
- শর্তহীন আদেশের প্রয়োজন কেন?
- মানুষ বিবেকতাড়িত না হয় আবেগতাড়িত হলে শর্তহীন আদেশের দরকার।
- কান্টের মতে, শর্তহীন আদেশ কী?
- ইন্দ্রিয় বৃত্তির পরিবর্তে মানুষ যখন বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন, বুদ্ধিবৃত্তির আদেশকে শর্তহীন আদেশ বলা হয়। কারণ এই আদেশের পিছনে কোনো শর্ত থাকে না।

- কান্টের মতে, নৈতিক আদেশ কোন ধরনের আদেশ হবে?
  - অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষণাত্মক আদেশ।
  -কর্তব্যের ধারণা সম্পর্কে কান্নের থাকতে হলে সে কাজটি কর্তব্যবোধ দ্বারা সম্পাদিত হতে হবে, বর্তব্য অনুযায়ী নয় ২. কর্তব্য বোধ থেকে উদ্ভূত কোনো কাজের নৈতিক মূল্য সেই কাজের ফলাফলের উপর নয় বরং উদ্দেশের উপর নির্ভর করে। ৩. কোনো কাজ যদি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকে করা হয় তবে সে কাজ হবে নৈতিক কাজ।
- ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে কান্ট কী বলেছেন?
  - কান্টের মতো, নৈতিক ইচ্ছাই স্বাধীন ইচ্ছা। তিনি বলেন নৈতিক ইচ্ছা কোনো বাহ্য শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় বরং নিজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর এ নিয়ম বা বিধি নিজের দ্বারা প্রণীত।
- কান্ট তার নৈতিকতার মুলনীতিতে ব্যক্তির স্বাধীনতারকথা কেন বলেছেন?
  - কান্টের মতে, ব্যক্তির স্বাধীনতাই হল নৈতিক নিয়ন্ত্রণের মূল উৎস।
- নীতিবিদ্যার আদর্শ কয়টি ও কি কি?
  - ৪টি। যথা-১. সুখবাদ ২. বিচারবাদ, ৩. সম্পূর্ণবাদ, ৪. স্বজ্ঞাবাদ।
  - নীতিবিদ্যা বস্তুনিষ্ট না আদর্শনিষ্ট বিজ্ঞান।
- সহানুভুতি কী?
  - সহানভূতি একটি মানবীয় গুণ।
- নৈতিকতা কী?
  - নৈতিকতা হলো একটি ইতিবাচক মানবীয় গুণ।
- Ethics শব্দের অর্থ কী?
  - Ethics শব্দের অর্থ হলো নীতিবিজ্ঞান বা নীতিশাস্ত্র।

মূল্যবোধ (Value)

মূল্যবোধ, আইন, স্বাধীনতা, সাম্য প্রভৃতি নাগরিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিষয় পৌরনীতিতে পঠিত হয়। মূল্যবোধ হলো ঐ সব চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য লক্ষ্য যা মানুষকে সামগ্রিক আচার-ব্যবহার ও কার্যাবলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। স্বাধীনতা হলো এমন একটি রাজনৈতিক প্রত্যয় যা ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল পরিবেশ অন্যের অনুরূপ অধিকারে বাধার সৃষ্টি না করে নাগরিকের নিজ নিজ অধিকার ভোগের নিয়শ্চয়তা দেয়। পৌরবিজ্ঞানে সাম্য বলতে বোঝায় সকল মানুষই পরস্পর সমান ও অভিন্ন। এ অধ্যায়ে আমরা মূল্যবোধ, আইন নৈতিকতা, স্বাধীনতা ও সাম্যের ধারণা, এদের শ্রেণিবিভাগ ও এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব।

সমাজ সংস্কৃতি সদস্যদের কোনো সম্পর্কে দীর্ঘদিনের ভালো অথবা মন্দ ধারণা, বিশ্বাস, আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা যা তারা পারস্পরিক ভাবে ধারণ করে, অংশগ্রহণ করে বিশ্বাস করে তাই মূল্যবোধ। এটি মানুষের ব্যক্তিগত ব্যবহার ও আচার আচরণের ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে এবং সার্বিকভাবে এটি গাইড লাইন হিসেবে ভূমিকা পালন করে। মূল্যবোধ হলো ওই সব চিন্তা ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যা মানুষের সামগ্রিক আচার-ব্যবহার ও কার্যাবরিকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে।

M.R.William বলেন, "মূল্যবোধ মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদন্ড, যার আদর্শে মানুষের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এই মানদন্ডে সমাজে মানুষের কাজের ভালো-মন্দ বিচার করা হয়"।

এম.ডব্লিউ.পামফ্রে এর ভাষায়, "মূল্যবোধ ব্যক্তি বা সামাজিক দলের অভিপ্রেত ব্যবহারের সুবিন্যস্ত প্রকাশ।"

কাজেই মূল্যবোধ হলো আচার-আচরণের গ্রহণযোগ্য কোনো মাপকাঠি, কার জীবনে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ তা বিচার করার ক্ষমতা। মূল্যবোধের কারণেই কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ বা অনাকাঙ্ক্ষিত তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। এ মূল্যবোধ ব্যক্তি জীবনেও হতে পারে আবার প্রাতিষ্ঠানিকও হতে পারে। মূল্যবোধ মানুষকে ভুল থেকে শুদ্ধতায় আসতে, কাজ করতে অথবা জানতে সাহায্য করে। অপরপক্ষে প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান ঠিকঠাকমতো চলছে কি না, ব্যবসায়িক সাফল্য আসবে কি না প্রভৃতি নির্ধারণে সাহায্য করে। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব উপলব্দি করার ক্ষমতা হলো মূল্যবোধ। মূল্যবোধ হলো একটি মানসিক বিষয়।

মূল্যবোধ হলো মানুষের এমন এক বিশ্বাসবোধ ও মানদন্ড, যার মাধমে কোনো ঘটনা বা অবস্থার ভালো-মন্দ বিচার করা হয়। মূল্যবোধ কোনো সমাজেই লিপিবদ্ধ থাকে না। এটি মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্তণের একটি অলিখিত সামাজিক বিধান।

সমাজবিজ্ঞানী আর.টি. পোপেনো (R.T Popenoe. তার 'Sociology' গ্রন্থে বলেন, 'ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, কাঙ্খিত-অনাকাঙ্খিত বিষয় সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা তারই নাম মূল্যবোধ।'

নিকোলাস রেসার (Nicholas Rescher. এর মতে, 'মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব গুণ যা ব্যক্তি নিজের সহকর্মীদের মধ্যে দেখে আনন্দিত হন এবং নিজস্ব সমাজ, জাতি, সংস্কৃতি ও পরিবেশের পক্ষে মূল্যবান মনে করে খুশি হন।'

মূল্যবোধের সাধারণ ধারণাঃ

সাধারণত কোনো সমাজের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত কল্যাণকর ও কাঙ্খিত গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী বিশ্বাস বা আদর্শকে মূল্যবোধ বলা হয়।

মূল্যবোধকে একটি প্রত্যয় হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। এ প্রত্যয়ের উপাদান হচ্ছে নীতি, মান ও বিশ্বাস। এসব উপাদান স্পষ্ট করে দেয় ব্যক্তি, সমাজ বা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, ভালো-মন্দ, দোষগুণ, ন্যায়পরায়ণতা, নৈতিকতা বিচার করে এবং নৈতিক অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে কাজের দিকনির্দেশনা। মূল্যবোধ শুধু পর্যবেক্ষণ বা সত্যের উক্তি নয়, এটি হচ্ছে অকৃত্রিম ও আপসহীন নীতি যা দৈনন্দিন আচরণে প্রতিফলিত হয়।

সামাজিক আচরণের দিক দিয়ে কাম্য মূল্যবোধ হচ্ছে সুনাগরিক, দলগত বিশ্বস্ততা, সহযোগিতা, স্বার্থত্যাগ, দেশপ্রেম ইত্যাদি। ব্যক্তির নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবনের দিক দিয়ে ও ব্যক্তিগত মূল্যবোধ আহরণ করা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত দিক হতে আহরিত মূল্যবোধ হলো সত্যবাদিতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, বন্ধুত্ব, কর্তব্যপরায়ণতা ইত্যাদি। আর নৈতিক দিক হতে মূল্যবোধ হলো সহমর্মিতা, ন্যায়নীতি, শিষ্টাচার, সৌজন্যবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, নির্মল চরিত্র ইত্যাদি। মূল্যবোধ এসব অনুষঙ্গ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহযোগী।

মূল্যবোধের প্রকারভেদ

সাধারণ দৃষ্টিতে মূল্যবোধ ৫ প্রকার: যথা-

ক. ব্যক্তিগত মূল্যবোধ
খ. দলীয় মূল্যবোধ
গ. সমষ্টিগত বা সামাজিক মূল্যবোধ
ঘ. প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ এবং
ঙ. পেশাগত মূল্যবোধ।

প্রভাবগত মাত্রার বিচারে কার্যকারিতার ভিত্তিতে মূল্যবোধ তিন প্রকার। যথা-

ক. চরম মূল্যবোধ
খ. মাধ্যমিক মূল্যবোধ এবং
গ. সুনির্দিষ্ট মূল্যবোধ।

উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে মুল্যবোধ চার প্রকার। এগুলো হলো-

ক. উপায়গত মূল্যবোধ
খ. উদ্দেশ্যগত মূল্যবোধ
গ. সুস্পষ্ট মূল্যবোধ
ঘ. চাপহীন মূল্যবোধ

ব্যবহারিক বা আচরণের ভিত্তিতে মুল্যবোধ দুই প্রকার। যথা:

ক. মূখ্য বা প্রধান মূল্যবোধ খ. বন্ধনাপ্রসূত মূল্যবোধ।

পেশাগত দিক থেকে মূল্যবোধকে আট শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা:

ক. অর্থনৈতিক মূল্যবোধ
খ. সামাজিক মূল্যবোধ
গ. আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ
ঘ. আধুনিক মূল্যবোধ
ঙ. নান্দনিক মূল্যবোধ
চ. ধর্মীয় মূল্যবোধ
ছ. যুক্তিগত মূল্যবোধ

উপরিউক্ত মূল্যবোধ ছাড়াও আরো বেশ কয়েক ধরনের মূল্যবোধ আছে। যেমন:

- আইনগত মূল্যবোধ
- নৈতিক মূল্যবোধ
- ক্রীড়াসংক্রান্ত মূল্যবোধ
- চিকিৎসা বিষয়ক মূল্যবোধ
- কারিগরি মূল্যবোধ
- তাত্ত্বিক মূল্যবোধ
- সাংস্কৃতিগত মূল্যবোধ
- শিক্ষাগত মূল্যবোধ
- জীবনের মূল্যবোধ
- ভাষার মূল্যবোধ
- আবেগিক মূল্যবোধ
- প্রয়োগিক মূল্যবোধ ইত্যাদি।

এক নজরে মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভাণ্ডার:

শিরোনাম	বিবরণ
১। মূল্যবোধ সর্ম্পকে D.Stain এর সংজ্ঞা	D.Stain বলেন, "জনসাধারণ যার সম্বন্ধে আগ্রহী, যা তারা কামনা করে, যাকে তারা অত্যাবশ্যক বলে মনে করে, যার প্রতি তাদের অগাধ শ্রদ্ধা বর্তমান থাকে এবং যা সম্পাদন কার মাধ্যমে তারা আনন্দ পায় তাকেই মূল্যবোধ বলে।
২। মূল্যবোধের শ্রেণিবিভাগ	মূল্যবোধকে মোটামুটি ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ, জাতীয় মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, কর্ম ও শিক্ষাগত মূল্যবোধ।
৩। সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে নিকোলাস রেসার	নিকোলাস রেসার বলেন, "সামাজিক মূল্যবোধ হলো সেসব গুণ যা ব্যক্তি নিজের সহকর্মীদের মধ্যে দেখে খুশি হয় এবং নিজের সমাজ, জাতি, সংস্কৃতি ও পরিবেশকে মূল্যবান মনে করে খুশি হয়।"
৪। ধর্মীয় মূল্যবোধ	ধর্মীয় মূল্যবোধ হলো মানুষের সে সকল আচার আচরণের সমষ্টি যা মানুরে ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। মানুষের ভালোবাসা, ন্যায়বিচার, সততা প্রভৃতি ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত।
৫। আইন শব্দের অর্থ ব্যাপক	রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা পৌরবিজ্ঞানের একটি মৌলিক প্রত্যয় হলো আইন। সাধারণভাবে আইন বলতে কতগুলো নিয়ম নীতি, বিধি বিধানকে বুঝানো হয়, যা মানুষের আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।
৬।সর্বজনীনতা আইনের বৈশিষ্ট্য	সর্বজনীনতা আইনের একটি বৈশিষ্ট্য। সমাজে প্রচলিত একটি কথা আছে যে আইন অন্ধ। কেননা আইন কারো মুখ দেখে বিচার করে না। সে সকলের জন্য সমান। তাই আইন জাতি ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে।
৭। জনমত আইনের উৎস	জনগণের মতামত বা চাহিদার প্রভাবে অনেক সময় সরকার আইন প্রণয়ন বা প্রচলিত আইনের পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে থাকে। এ জন্য জনমতকে ও আইনের উৎস বলা হয়।

তথ্য কণিকায় মূল্যবোধ

- মূল্যবোধ স্থান-কাল-পাত্রভেদে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।
- মূল্যবোধ মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার সামাজিক মানদন্ড স্বরূপ।
- মূল্যবোধ সমাজের যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।
- বুদ্ধিবৃত্তির মূল্যবোধ বলতে কোনো বিষয়কে বাস্তবিকভাবে বোঝার সামর্থ্যকে বোঝায়।
- সামাজিক মূল্যবোধ হলো সামাজিক শিষ্টাচার, সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বিচার, শৃঙ্খলাবোধ, আতিথেয়তা ইত্যাদি।
- মূল্যবোধ হলো সেসব রীতি-নীতির সমষ্টি, যা ব্যক্তি সমাজের নিকট হতে পেতে চায় এবং যা সমাজ বক্তির নিকট হতে লাভ করে।
- মূল্যবোধ ক্রমশ পরিবর্তনশীল।

মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানসমূহ

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যে উপাদানগুলো মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদান বা ভিত্তি বলে স্বীকার করা হয়, নিচে সেগুলো উল্লেখ করা হলো:

১. নীতি ও ঔচিত্যবোধ
২. সামাজিক ন্যায়বিচার
৩. শৃঙ্খলাবোধ
৪. সহনশীলতা
৫. সহমর্মিতা
৬. পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ
৭. শ্রমের মর্যাদা
৮. আইনের শাসন

৯. সন্তানদের সুশিক্ষা ১০. নাগরিক সচেতনতা ও কর্তবোধ

১১. সরকারের জনকল্যাণমুখীতা ১২. সততা

১৩. ন্যায়পরায়ণতা ১৪. একতা ইত্যাদি

মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানসমূহ সমাজে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে:

মূল্যবোধ শিক্ষা সমাজ থেকে জঞ্জাল বা বিশৃঙ্খলা দূর করতে ঔষধের মত কাজ করে। তাই মূল্যবোধের শিক্ষাকে অবহেলা করে সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঙ্খিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। মূল্যবোধ শিক্ষার উপাদানসমূহ সমাজে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তা নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. মূল্যবোধের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে

২. ধর্মীয় শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ৩. অনৈতিক মানসিকতা পরিহার

৪. লোভ-লালসা ত্যাগ ৫. অতি উচ্চাকাঙ্খা পরিহার

৬. ভোগ নয়, ত্যাগের শিক্ষা লাভ ৭. যা আছে তাই নিয়ে মানসিক সন্তুষ্টিতে থাকা ৮. দুর্নীতিকে ঘৃণা করা

৯. জনগণের সদিচ্ছা ১০. সরকারি ও বিরোধী দলের সহযোগিতা

১১. শ্রমের বিনিময়ে উপার্জনের চেষ্টা ও শ্রমের উপযুক্ত মর্যাদা দান করা

১২. প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে মূল্যবোধ সম্পর্কে জনমত গঠন

১৩. দেশপ্রেমের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হওয়া ১৪. ভালো মানুষ হওয়ার আগ্রহ

১৫. সমাজকে ভালো কিছু দেওয়ার প্রচেষ্টা ইত্যাদি।

মূল্যবোধের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: মূল্যবোধ কী?

উত্তর: মূল্যবোধ হলো ঐ সমস্ত চিন্তা- ভাবনা, আশা- আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য - উদ্দেশ্য যা মানুষের সামগ্রিক আচার ব্যবহার ও কার্যাবলিকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে।

প্রশ্ন: আইন কী?

উত্তর: আইন হলো একটি মাধ্যম যার সাহায্যে জনগণ ও সরকারের সম্পর্ক নিরূপিত হয়।

প্রশ্ন: ব্যক্তিগত মূল্যবোধ কী?

উত্তর: ব্যক্তিগত মূল্যবোধ হলো ব্যক্তির ঐ সমস্ত বিষয় আশায় আচার ব্যবহার যা ব্যক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

প্রশ্ন: পারিবারিক মূল্যবোধ কী?

উত্তর: পারিবারিক মূল্যবোধ হলো পারিবারিক প্রথা- সংস্কৃতি আচার ব্যবহার যা পরিবারের সদস্যদের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রশ্ন: সামাজিক মূল্যবোধ কী?

উত্তর: সমাজ জীবনকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং সমাজ ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রণয়নের লক্ষ্যে মানুষের আচার আচরণ ও কর্মকান্ডের সমষ্টি হলো সামাজিক মূল্যবোধ কী?

প্রশ্ন: রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় মূল্যবোধ কী?

উত্তর: জাতীয়ভাবে যেসব আচার আচারণের সমষ্টি জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় আশা আকাঙ্ক্ষার বা লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক তাকে জাতীয় মূল্যবোধ বলে।

প্রশ্ন: ধর্মীয় মূল্যবোধ কী?

উত্তর: ধর্মীয় মূল্যবোধ হলো মানুষের সঙ্গে সকল আচার আচরণের সমষ্টি যা মানুষের ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে।

প্রশ্ন: সুশাসন কী?

উত্তর: সুশাসন হলো এমন একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যেখানে সরকার ও জনগণের ধ্যে একটি ভালো সম্পর্ক বিরাজ করে।

প্রশ্ন: Win Win game কী?

উত্তর: Win Win game হলো এমন একটি খেলা যেখানে পক্ষ বিপক্ষ উভয়ই অংশগ্রহণ করে এবং উভয়ের লাভ হয়।

প্রশ্ন : আইন শব্দটি কোন ভাষার শব্দ ?

উত্তর : আইন শব্দটি ফারসি ভাষার শব্দ।

প্রশ্ন : Law শব্দটি কো শব্দ থেকে আগত ?

উত্তর : Law শব্দটি টিউটনিক শব্দ Lag থেকে আগত।

প্রশ্ন : Lag শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : Lag শব্দের অর্থ হলো অপরিবর্তনীয় স্থির ও সমান ভাবে প্রযোজ্য।

প্রশ্ন : John Austin কে?

উত্তর: John Austin একজন ইংরেজ আইনবিদ।

প্রশ্ন: Aristotle কে?

উত্তর: Aristotle একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী।

প্রশ্ন: T.H Green

T.H Green একজন ইংরেজী দার্শনিক।

প্রশ্ন: উড্রো উইলসন কে?

উত্তর : উড্রো উইলসন একজন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি আইনের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। "আইন হলো মানুষের স্থায়ী আচার-ব্যবহার ও চিন্তাধারার সেই অংশ যা রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত বিধিতে পরিণত হয়েছে এবং যার পশ্চাদে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট সমর্থন রয়েছে"

প্রশ্ন: আইনকে কী বলা হয়?

উত্তর : আইনকে মানবসমাজের দর্পণ বলা হয়?

প্রশ্ন : কোন জীবনে আইনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি।

উত্তর : আইনকে মানবসমাজের দর্পণ বলা হয়।

প্রশ্ন : কোন জীবনে আইনরে প্রভাব বেশি।

উত্তর : রাষ্ট্রীয় জীবনে আইনরে প্রভাব সবচেয়ে বেশি।

প্রশ্ন : বৈধতা কী?

উত্তর : বৈধতা হলো রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত কোনো বিষয়।

প্রশ্ন : স্বাধীনতা রক্ষাকবচ কী?

উত্তর : আইন হলো স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

প্রশ্ন : নৈতিক মূল্য কী?

উত্তর: কোনো আইন যখন ন্যায়বোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত তখন ঐ ন্যায়বোধই হলো উক্ত আইনের নৈতিক মূল্য।

প্রশ্ন : অধ্যাপক Holland কে?

উত্তর : অধ্যাপক Holland একজন বিশিষ্ট আইনবিদ।

প্রশ্ন : আইনের সবচেয়ে প্রাচীন উৎস কী?

উত্তর: আইনের সবচেয় প্রাচীন উৎস হলো প্রথা।

প্রশ্ন: যুক্তরাজ্যের সাধারণ আইন কিসের সৃষ্টি।
উত্তর: যুক্তরাজ্যের সাধারণ আইন প্রথার সৃষ্টি।
প্রশ্ন: আইনের অন্যতম উৎস কী?
উত্তর: আইনের অন্যতম উৎস ধর্ম?
প্রশ্ন: মুসলিম আইনের প্রধান উৎস কী?
উত্তর: মুসলিম আইনের প্রধান উৎস হলো কোরআন ও হাদিস।
প্রশ্ন: judge made law কী?
উত্তর : বিচার রায়ে সৃষ্ট আইনকে judge made law বলা হয়।
প্রশ: আধুনিক যুগ কিসের যুগ?
উত্তর: আধুনিক যুগ গণতন্ত্রের যুগ।
প্রশ্ন : আইনের অন্যতম প্রধান উৎস কী?
উত্তর : আইনের অন্যতম প্রধান উৎস হলো আইনসভা বা আইন পরিষদ।
প্রশ্ন: আইনের আনুষ্ঠানিক উৎস কী?
উত্তর : আইনের আনুষ্ঠানিক উৎস হলো সংবিধান।
প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক আইন কি?
উত্তর: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জোরদার করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত ও স্বীকৃত আইনকে আন্তর্জাতিক আইন বলা হয়।
প্রশ্ন: Municipal Law এর বাংলা কী?
উত্তর : Municipal Law এর বাংলা হলো জাতীয় আইন।
প্রশ্ন : সংবিধান এর ইংরেজি কী?
উত্তর : সংবিধান এর ইংরেজী Constiution
প্রশ্ন : ফৌজদারি আইনের ইংরেজি কী?
উত্তর : ফৌজদারি আইনের ইংরেজি Criminal Law
প্রশ্ন : অধ্যাপক স্ত্রালমন্ড আইনকে কত ভাগে ভাগ করেন।
উত্তর : অধ্যাপক স্যালমন্ড আইনকে ৮ ভাগে ভাগ করা হয়।
প্রশ্ন: সরকারি আন্তর্জাতিক আইন কয় ভাগে বিভক্ত?
উত্তর: সরকারি আন্তার্জাতিক আইন তিন ভাগে বিভক্ত যথা-
ক. শান্তি সংক্রান্ত।
খ. যুদ্ধ সংক্তান্ত
গ. নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত।
প্রশ্ন. অভ্যন্তরীণ আইন কোনটি?
উত্তর : জাতীয় আইনকে অভ্যন্তরীণ আইন বলে।
প্রশ্ন : জাতীয় আইন কী?
উত্তর : রাষ্ট্রের ভেতরে সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রয়োগ ও কার্যকর আইনই হলো জাতীয় আইন।
প্রশ্ন : প্রশাসনিক আইন কী?
উত্তর : রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত আইনকে প্রশাসনিক আইন বলে।
প্রশ্ন : ফৌজদারি আইন কী?
উত্তর : সমাজের শান্তিশৃঙ্খরা রক্ষার্থে যে আইন তা ফৌজদারি আইন।
প্রশ্ন : দেওয়ানি আইন কাকে বলে।
প্রশ্ন : বেসরকারি আইন কী?
উত্তর : ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ণায়ক আইনই বেসরকারি আইন।
প্রশ্ন : সাংবিধানিক আইন কি?
উত্তর : যে আইনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সরকারের কাঠোমো জনগণের অধিকার এবং শাসক ও শাসিতের সর্ম্পক নির্ধারিত হয় তা হলো সাংবিধানিক আইন।
প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক আইন কি?
উত্তর : আন্ত:রাষ্ট্রীয় সর্ম্পক নিয়ন্ত্রণকারী আইন হলো আন্তর্জাতিক আইন।
প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক আইন কয় ভাগে ভাগ করা হয়।
উত্তর : আন্তর্জাতিক আইন দুই ভাগে ভাগ করা হয়।
ক. সরকারি আন্তর্জাতিক আইন ও
খ. ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আইন।
প্রশ্ন : সুপরিবর্তনীয় আইন কী?
উত্তর : যে আইন সহজে পরিবর্তনযোগ্য তাকে সুপরিবর্তনীয় আইন বলে।
প্রশ্ন : দুস্পরিবর্তনীয় আইন কী?
উত্তর: যে আইন সহজেই পরিবর্তনযোগ্য নয় তাকে দুস্পরিবর্তনীয় আইন বলে।
উত্তর : অর্থ সম্পত্তি টাকা পয়সা পদের অধিকার সংক্রান্ত বিবাদ বিসংবাদ মীমাংসা করার জন্য যে আইন তাকে দেওয়ানি আইন বলে।
প্রশ্ন : Law of state কী?
উত্তর: Law of state হলো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব স্বাধীনতা ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়ক আইন।
প্রশ্ন : War basis law কাকে বলে?
উত্তর: যুদ্ধবিগ্রহবিষয়ক আন্তর্জাতিক আইনকে War basis law বলে?

মূল্যবোধ শিক্ষার সাথে সুশাসনের সম্পর্ক

ক. সমাজের পরিকল্পিত ও বঞ্চিত পরিবর্তন আনে।
খ. জাতীয় সত্ত্বার বিকাশ পরিপূর্ণতা পায়।
গ. সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও লালন করে।
ঘ. আচরণ নিয়ন্ত্রণ।
ঙ. নৈতিকতা ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধনে সহায়তা।
চ. সহিংসতা রোধে কার্যকর পদক্ষেপ।
ছ. মানব সম্পদের উন্নয়ন।
জ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা।
ঞ. রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা।

উপরিউক্ত বিষয়গুলোর নিশ্চয়তা রাষ্ট্রীয় তথা জাতীয় উন্নয়নের সহায়ক শক্তি। আর এক্ষেত্রে মূল্যবোধের শিক্ষা ও সুশাসন একীভূত হয়ে কাজ করে।

তথ্য কণিকা:

- সুশাসনের মূল লক্ষ্য আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন ও জবাবহিহিমূলক শাসনব্যবস্থা কায়েম করা।
- সুশাসনের কথা কল্পনা করা যায় না- গণতন্ত্র ছাড়া।
- সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধন করা যে শাসকের লক্ষ্য- সুশাসন।
- আধুনিক বিশ্বে যে ধরনের রাজনীতি বিদ্যমান- গণতন্ত্রমুখী।
- গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় যে ধারণায় সুশাসন ব্যবস্থা চিত্রায়িত হয়- জনগণ ও সরকারের মধ্যকার সম্পর্কের ধারণা।
- পৃথিবীর যে দেশগুলোতে সুশাসন খুবই জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ- উন্নয়নশীল দেশগুলোতে।
- পরিত্রাণের উপায় হিসেবে যে ধরনের শাসন থেকে মানুষ গণতন্ত্রের দিকে যাচ্ছে-
ঔপনিবেশিক শাসন, স্বৈরাশাসন, সামরিক শাসন প্রভৃতি হতে।

- সুশাসন কথাটি কার্যকর ও সফলতা লাভ করবে- সরকার যদি প্রকৃতপক্ষেই জনকল্যাণের দায়বদ্ধ থাকে।
- বাংলাদেশে উন্নয়নের অনুকুলে পরিবেশ সৃষ্টির জন্য জরুরি- - সুশাসন।
- বর্তমান গণতান্ত্রিক স্বৈরশাসনমূলক দেশগুলোতে যা তেমন লক্ষ্য করা যায় না- আইনের শাসন।
- জনগণের অংশগ্রহণ যে শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য- সুশাসন ব্যবস্থার।
- রাজনৈতিক ঐক্যমত্যের অভাবে যা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না- সুশাসন।
- ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হলো- স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ হবে।
- সুশাসনের অন্যতম প্রতিবন্ধক- দূর্নীতি
- স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার শক্তিশালী হলো জনগণের অংশগ্রহণ- বৃদ্ধি পায়।
- সুশাসনের জন্য সরকারি উদ্যোগের সাথে জরুরি- জনগণের অংশগ্রহণ।
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা- সরকারের দায়িত্ব।
- দেশে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে যে শাসন কায়েম হবে- সুশাসন।
- দেশীয় রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক শক্তির হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পায়- দুর্বল রাষ্ট্রগুলো দাতাগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে।
- প্রশাসনিক জবাবদিহিতার অভাবে ব্যাহত হয়- সুশাসন।
- দুনীতির সাথে সুশাসনের সম্পর্ক- বিপরীতমুখী।
- প্রশাসনযন্ত্রের মূল ধারক-বাহক- সরকার।
- মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে- গণতন্ত্র অচল হয়ে পড়ে।
- সুশাসনের প্রথম পক্ষ সরকার- দ্বিতীয় পক্ষ হলো জনগণ।
- গণতন্ত্রহীন সরকার ব্যবস্থায় লক্ষ করা যায় না- সুশাসনের অস্তিত্ব।
- সুশাসন সমাজকে দূরে রাখে- দুনীতি হতে।
- স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে দরকার- সুশাসন।

সুশাসন (Good Governance)

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে 'সুশাসন' শব্দটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। গণতন্ত্র ছাড়া সুশাসনের আশা করা যায় না। গণতান্ত্রিক দেশে সরকারের জবাবাদিহিতার ব্যবস্থা থাকে বলে সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। বিশ্বের সব দেশের সরকার নিজেদের রাষ্ট্রকে কল্যাণ রাষ্ট্র আর সরকারকে সুশাসনের সরকার বলে দাবি করে থাকে। মূলত বেশির ভাগ দেশের সুশাসন কাগজে-কলমেই রয়ে গেছে, বাস্তবে এর প্রতিফলন দেখা যায় না। কাজেই গণতন্ত্রকে সফল করার পূর্বশর্ত হিসেবে এখন সুশাসন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বর্তমানে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে 'সুশাসন' শব্দটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। সুশাসন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে শাসক ও শাসিতদের সম্পর্ক কী হবে, রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালিত হবে, রাষ্ট্র ও সরকার, সরকার ও জনগণ কিংবা রাষ্ট্র ও জনগণ অথবা এ ত্রয়ের মধ্যকার সম্পর্ক কেমন হবে বা হওয়া উচিত তার একটি রূপরেখা সুশাসনের মাধ্যমে চিত্রায়িত হয়। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ কল্যাণমুখী রাষ্ট্র। আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিরাজমান সকল জটিলতার সমাধান ঘটিয়ে সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধারণ করাই সুশাসনের লক্ষ্য।

সুশাসন কাকে বলে (What is Good governance. ?

যে শাসনব্যবস্থার রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণ, কাজকর্মে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত হয়, জনগণ আইনের শাসন মেনে চলে, দেশের জরুরি মুহূর্তে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিপদ মোকাবিলা করে সে শাসন ব্যবস্থাই সুশাসন।

The Social Encyclopaedia- তে সুশাসন সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'এটি সরকার পরিচালনা অপেক্ষা একটি বিস্তৃত ধারণা, যা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষায় এবং নির্বাহী ক্ষমতা ব্যবহারের প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ভূমিকার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত।' (It is a broader concept than Government, Which is specially connected with the role of political authorities in maintaining social order within a defined territory and the exercise of exercise of executive power.

মার্কিন মিনোগের মতে, 'বৃহৎ অর্থে সুশাসন হচ্ছে কতিপয় উদ্যোগের সমাহার ও একটি সংস্কার কৌশল, যা সরকারকে আরো বেশি গণতান্ত্রিক, মুক্তমনা স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার জন্য সুশীল সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় করে তোলে।'

সুশাসনের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন ম্যাককরনী (Maccorney. । তার মতে, সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের, সরকারের সাথে শাসিত জনগণের, শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ককে বোঝায়। (Good governance is the relationship between civil society and the state between government and governed, the ruler and ruled.)

সুতরাং বলা যায়, প্রশাসনের যদি বৈধতা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা থাকে এতে যদি অংশগ্রহণের সুযোগ উন্মুক্ত থাকে, বাক-স্বাধীনতাসহ সকল রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুরক্ষার ব্যবস্থা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের অনুশাসন এবং আইনসভার নিকট শাসনবিভাগের জবাবদিহিতা থাকে সে শাসনকে সুশাসন বলে।

সুশাসনের সাধারণ ধারণা:

সাধারণভাবে বলা যায়, যে শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, অবাধ তথ্যপ্রবাহ, জনগণকে উন্নত সেবাদান, কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতা ও সাম্য বিরাজ করে তাই সুশাসন।

শাসন প্রক্রিয়ায় সুশৃঙ্খল ও কাঠামোবদ্ধ একটি রূপ সুশাসন, যা একটি আদর্শরূপে বাস্তবায়িত হয়। এখানে সুস্পষ্টভাবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য, রাষ্ট্র ও জনগণের মাঝে সম্পর্ক, জনগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য, নেতা-জনতা ও রাষ্ট্রের আন্ত:সম্পর্ক, প্রশাসন, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যমের বিভিন্ন দিক বিস্তারিত বিশ্লেষণসহ স্থান পায়।

বিশ্বব্যাংকের মতে, সুশাসন হলো:

১. সরকারি কাজে দক্ষতা
২. স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা
৩. বৈধ চুক্তির প্রয়োগ
৪. জবাবদিহিমূলক প্রশাসন
৫. স্বাধীন সরকারি নিরীক্ষক
৬. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

৭. আইনসভার নিকট জবাবদিহিতা
৮. বহুমুখী সাংগঠনিক কাঠামো
৯. আইন ও মানবাধিকার সংরক্ষণ

দাতা সংস্থা ও পশ্চিমা দেশগুলোর মতে, সুশাসন হলো-

১. অধিকতর রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শাসন।
২. জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য ও সমর্থিত আইনের মাধ্যমে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা।
৩. রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা এবং
৪. প্রশাসনিক দক্ষতা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা গঠিত শাসন কাঠামো।

সুশাসনের গুরুত্ব (Importance of Good Governance.ঃ

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাথে সুশাসনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। গণতন্ত্র ছাড়া সুশাসনের কথা কল্পনা করা যায় না। আধুনিক বিশ্ব গণতন্ত্রমুখী। পৃথিবীর অনেক দেশে এখনো গণতন্ত্র পৌঁছায় নি, কিন্তু সে গুলোর অনেক ক্ষেত্রেই গণতন্ত্রের সুবাতাস বইতে শুরু করেছে। সুশাসন হলো একটি রূপরেখা, নকশা জাতীয় বিষয়, পরিকল্পনা বা ছক। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণ ও সরকারের মধ্যকার সম্পর্কের একটি ধারণা সুশাসন ব্যবস্থায় চিত্রায়িত হয়। গণতন্ত্র যেহেতু জণগণের শাসনব্যবস্থা, সেহেতু তাদের ব্যবস্থায় কার কতখানি ভূমিকা, কার কতখানি অংশগ্রহণ দায়-দায়িত্ব ও কতুটুক অধিকার ভোগ দখল করতে পারবে, তার একটি পূর্ব রেখা বাতলে দেওয়া হয় সুশাসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

সুশাসনের উপাদানসমূহ

সুশাসনের মুলকথা হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল কাজ হবে অপব্যবহার ও দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়পরায়ণভিত্তিক ও আইনের শাসনের প্রতি শর্তহীনভাবে অনুগত। তাই সকল দেশেই সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপর গুরত্বারোপ করা হয়। একটি দেশে সুশাসন আছে কিনা তা কতকগুলো উপাদানের উপর নির্ভর করে। নিচে সুশাসনের এমন কতকগুলো উপাদানের উলেস্নখ করা হলো-

সুশাসনের উপাদান

১. জনগণের অংশগ্রহণ	১২. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ
২. আইনের শাসন	১৩. কার্যকারিতা ও দক্ষতা
৩. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা	১৪. বৈধতা
৪. স্বচ্ছতা	১৫. লিঙ্গবৈষম্যের অনুপস্থিতি
৫. জবাবদিহিতা	১৬. জনগণের সেবাধর্মী মনোভাব
৬. নিরপেক্ষতা	১৭. শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা
৭. ঐকমত্য	১৮. সুশীল সমাজ
৮. সংবেদনশীলতা	১৯. জনগ্রহণযোগ্যতা
৯. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা	২০. পেশাদারিত্ব
১০. দায়িত্বশীলতা	২১. মর্যাদা ও বিশ্বাস অর্জন
১১. ন্যায়পরায়ণতা	২২. মুক্ত ও বহুত্বভিত্তিক সমাজ, ইত্যাদি।

সুশাসনের সমস্যাবলি

সুশাসনের ধারণাটি সার্বজনীন নয়। স্থান, কাল, শিক্ষা, জনসংখ্যা, আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিন্নতা, জীবন যাত্রার মান প্রভৃতির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশে সুশাসনের ধরনের কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়। বাংলাদেশ ও পশ্চিমা বিশ্বের সুশাসনের প্রকৃতি স্বভাবতই এক রকম নয়, তবে মৌলিক বিষয়ে তেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয়

সুশাসন প্রত্যয়টি দ্বিমুখী। একদিকে সরকার অন্যদিকে জনগণ। সরকারের কর্তব্য হলো ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ইত্যাদি। জণগণের কর্তব্য হলো নিজেদের সচেতন হওয়া, সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করা ও উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের যেমন ভূমিকা রয়েছে, তেমনি জণগণের অংশগ্রহণও গুরুত্বপূর্ণ।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সুশাসন ব্যাটারটা দ্বিপাক্ষিক। ১ম পক্ষ সরকার ও ২য় পক্ষ জনগণ। কাজেই শুধু সরকারকে পদক্ষেপ নিলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না। সরকারের পাশাপাশি জনগণকেও অংশগ্রহণ করতে হবে সুশাসন প্রতিষ্ঠায়। কেননা সুশাসন জনগণেরই জন্য, গণতন্ত্রের জন্য। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, যেগুলো পালনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো হলো- ১. শিক্ষা ও সচেতনতা লাভ করা, ২. চারিত্রিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি করা, ৩. ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করা, ৪. জাতীয়তা ও দেশপ্রেম, ৫. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ৬. রাজনীতিকে ব্যবসায় রূপান্তর না করা, ৭. সকরাকরের কাজে সহযোগিতা করা, ৮. আইন মান্য করা।

জাতীয় উন্নয়নে সুশাসনের প্রভাবঃ

সুশাসন ও জাতীয় উন্নয়ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি কল্পনা করা যায় না। প্রশাসনের প্রভাবেঃ

ক. সব ক্ষেত্রের কাজে স্বচ্ছতা আসে।
খ. কাজের জবাবদিহিতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত হয়।
গ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পায়।
ঘ. গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সুসংহত হয়।
ঙ. ক্ষমতাসীন, বিরোধী দল এবং প্রশাসনের উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের স্বেচ্ছাচারী মনোভাব দূরীভূত হয়।
চ. আন্তর্জাতিকভাবে দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পায়।
ছ. শাসন ক্ষমতায় যোগ্য নেতার আর্বিভাব ঘটে এবং তার নেতৃত্বে বলিষ্ঠভাবে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।
জ. জনগণের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পায়।
ঝ. শিক্ষা ও মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটে।
ঞ. অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটে।
ট. সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।
ঠ. স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হয়।
ড. নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা পায় ইত্যাদি। ফলে জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত হয়।

তথ্যকণিকাঃ

- দেশের সুশাসন কাঠামো যত মজবুত, সেখানে সমৃদ্ধি তত বেশি।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সরকারি কার্যক্রমে দক্ষ ব্যবস্থাপনা।
- আমলার দক্ষতার ওপরই নির্ভর করে প্রশাসনের কর্মদক্ষতা।
- আমলাতন্ত্রের অবস্থানের দিক থেকে এশিয়ায় সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে সিঙ্গাপুর।
- সরকার রাষ্ট্রের পরিচালক হিসেবে ভূমিকা পালন করে।
- গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থায় আইনসভা নাগরিক মতামতের প্রতিনিধিত্বকারীর ভূমিকা পালন করে।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রয়োজন।
- কার্যকর জনপ্রশাসন গড়ে তোলার ছয়টি নীতি- ক. কর্মের স্বাধীনতা, খ. উন্মুক্ততা ও স্বচ্ছতা গ. জবাবদিহিতা, ঘ. সমন্বয় ঙ. উদ্দেশ্যের স্বচ্ছতা, চ. কার্যকারিতা।

এক নজরে সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যভান্ডার

১। সুশাসনের লক্ষ্য	সুশাসন একটি চলমান ক্রিয়াশীল ব্যবস্থা। আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিরাজমান সকল জটিলতার সমাধান ঘটিয়ে সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধন করাই সুশাসনের লক্ষ্য।
২। আধুনিক বিশ্ব গণতন্ত্রমুখী	পৃথিবীতে অনেক দেশে এখনো গণতন্ত্র পৌঁছায় নি কিন্তু সেগুলোর অনেক ক্ষেত্রেই গণতন্ত্রের সুবাতাস বইতে শুরু করেছে। তাই আধুনিক বিশ্ব গণতন্ত্রমুখী।
৩। সুশাসন কার্যকর হয় কীভাবে?	গণতন্ত্রকে সফল করার পূর্বশর্ত হিসেবে এখন সুশাসন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছে। সরকার যদি প্রকৃতপক্ষেই জনকল্যাণে দায়বদ্ধ থাকে, দায়িত্বশীল হয় এবং দায়িত্ব পালনে স্বচ্ছ ও কর্তব্য পরায়ণ থাকে, তবেই সুশাসন কার্যকর ও সফল হবে।
৪। সুশাসন সার্বজনীন নয়	সুশাসনের ধারণাটি সর্বজনীন নয়। স্থান, কাল, দেশ, জনসংখ্যা, আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিন্নতা, জীবনযাত্রার মান প্রভৃতির প্রেক্ষিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সুশাসনের ধরনের কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়।
৫। আইনের চোখে সবাই সমান	গণতন্ত্র আইনের শাসনে বিশ্বাসী। আইনের শাসন সবাইকে সমানাধিকারে নিশ্চয়তা দেয়। আইনের চোখে সবাই সমান।
৬। কর্তব্যপরায়ণতা অচল শব্দ	সুশাসন প্রতিষ্ঠা কর্তব্যপরায়ণতা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। কিন্তু দেশের সরকার বারবার ক্ষমতায় থাকতে চায় বলে তাদের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করে। অপরপক্ষে জনগণও তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় কর্তব্য বিমুখ হয়ে পড়ে। কর্তব্যপরায়ণতা তাই একটি অচল শব্দে পরিণত হয়েছে।
৭। ঐক্যমত প্রয়োজন	গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দল বিদ্যমান। এদের মধ্যে একটি দল বা জোট সরকারের পক্ষে থাকে বাকিরা থাকে বিরোধী দলে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে সব দলের ঐকমত্য প্রয়োজন।
৮। অশুভ রাজনীতি	পূর্বে সমাজে প্রভাবশালী বিত্তবান লোকেরা রাজনীতি করতেন এবং দেশের সার্বিক মঙ্গলের কথা ভাবতেন। কিন্তু বর্তমান স্বার্থান্বেষী মহল রাজনীতির মাঠে নেমে নিজেরদের স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত।
৯। ক্ষমতার কেন্দ্রীয়করণ স্বার্থান্ধতা	অধিকাংশ দেশেই ক্ষমতার ব্যাপক কেন্দ্রীয়করণ দেখা যায়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রধানমন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতি ব্যাপক লাভবান। তাই কেন্দ্রীকৃত ক্ষমতায় স্বার্থান্ধ হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।
১০। দুর্নীতি পরিহার করতে হবে	দুর্নীতি সুশাসনের অন্যতম অন্তরায়। আর্থিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক সকল প্রকার দুর্নীতি পরিহার এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারে।
১১। দাতাগোষ্ঠীর উপর নির্ভরত কমাতে হবে	তৃতীয় বিশ্বের উন্নয় দাতাগোষ্ঠী সাহায্য নির্ভর। কিন্তু দাতারা কঠিন শর্ত জুড়ে দিয়ে দেশের স্বার্থহানি ঘটায়। এ জন্য দাতাগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে।
১২। স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা বাড়াতে হবে	যে দেশে স্থানীয় সরকার কাঠামো যত বেশী গতিশীল, সে দেশে গণতন্ত্র তত বেশি বিকশিত। স্থানীয় সরকারই ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারে জনগণের চাওয়া-পাওয়ার ধরণ ও গুরুত্ব। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে হবে।
১৩। গণমাধ্যম আয়নাস্বরূপ	গণমাধ্যম সরকারের আলোচনা ও সমালোচনা করে এবং জনস্বার্থ তুলে ধরার মাধ্যমে সরকারকে করণীয় নির্ধারণে সহযোগিতা করে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়।
১৪। সুশাসন প্রত্যয়টি দ্বিমুখী	একদিকে সরকার, অন্যদিকে জনগণ। সরকারের কর্তব্য হলো ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। জনগণের কর্তব্য হলো সচেতন হওয়া, সরকারের সমালোচনা করা এবং উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ করা।
১৫। দুর্নীতি সুশাসনের বিপরীত	দুর্নীতি পরায়ণ শাসকের দ্বারা সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। দুর্নীতি ওপর থেকে নিচের দিকে ধাবিত হয়। কাজেই প্রশাসনের উপর দিকের দুর্নীতি রোধ করা গেলে মাঠ পর্যায়ের দুর্নীতি স্বয়ক্রিয় ভাবে দমিত হবে।
১৬। মানবাধিকার সংরক্ষণ সরকারের দায়িত্ব	মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে গণতন্ত্র অচল হয়ে পড়ে। কাজেই সরকারকে দেশের মুষের মৌলিক অধিকারের সাথে সাথে মানবাধিকারও নিশ্চিত করতে হবে।
১৭। শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড	শিক্ষার মাধ্যমে জনগণের মানবীয় গুণাবলি বিকশিত হয়। জাতি অশিক্ষিত হলে প্রান্তিক পর্যায়ে গণতন্ত্র পৌঁছানো সম্ভব নয়, ফলে সুশাসন ব্যাহত হয়।
১৮। সুশাসনের অন্যতম শর্ত গণতন্ত্র	গণতন্ত্রহীন সরকার ব্যবস্থায় সুশাসনের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। জনগণ গণতন্ত্রের প্রকৃত নায়ক। তাই প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় জনগণকে সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করতে হবে।
১৯। জনগণের সরকারি কাজে অংশগ্রহণ	জনগণ সরকারকে নানাবিধ উন্নয়ন কাজে সহযোগিতা করবে। আবার সরকারি কোনো কাজ জনস্বার্থের পরিপন্থী হলে তার সমালোচনা করতে হবে।
২০। সুশাসন সমাজে সমতা আনে	সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সুশাসন ভূমিকা রাখে। সুশাসিত সমাজে ধর্ম-বর্ণ, ধনী-গরিব নির্বিশেষ সবাই সমান অধিকার পায়।

তথ্য কণিকায় সুশাসন

- সুশাসন কথাটি কার্যকর ও সফলতা লাভ করবে– সরকার যদি প্রকৃতপক্ষেই জনকল্যাণে দায়বদ্ধ থাকে।
- বাংলাদেশে উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য জরুরি– সুশাসন।
- বর্তমান গণতান্ত্রিক স্বৈরশাসনমূলক দেশগুলোতে যা তেমন লক্ষ করা যায় না– আইনের শাসন।
- জনগণের অংশগ্রহণ যে শাসন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য– সুশাসন ব্যবস্থার।
- রাজনৈতিক ঐকমত্যের অভাবে যা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না– সুশাসন।
- ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হলে– স্বেচ্ছাচারিতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ হবে।
- সুশাসনের অন্যতম প্রতিবন্ধক– দুর্নীতি।
- স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার শক্তিশালী হলে জনগণের অংশগ্রহণ– বৃদ্ধি পায়।
- সুশাসনের জন্য সরকারি উদ্যোগের সাথে জরুরি– জনগণের অংশগ্রহণ।
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা– সরকারের দায়িত্ব।
- দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে যে শাসন কায়েম হবে– সুশাসন।
- দেশীয় রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক শক্তির হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পায়– দুর্বল রাষ্ট্রগুলো দাতাগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে।
- প্রশাসনিক জবাবদিহিতার অভাবে ব্যাহত হয়– সুশাসন।
- দুর্নীতির সাথে সুশাসনের সম্পর্ক– বিপরীতমুখী।
- মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে– গণতন্ত্র অচল হয়ে পড়ে।
- গণতন্ত্রহীন সরকার ব্যবস্থায় লক্ষ করা যায় না– সুশাসনের অস্তিত্ব।
- সুশাসন সমাজকে দূরে রাখে– দুর্নীতি হতে।
- স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে দরকার– সুশাসন।
- রাজনৈতিক মূল্যবোধ যদি গণতান্ত্রিক হয় তবে ঐ রাষ্ট্র এবং সমাজ গণতান্ত্রিক সমাজ বা রাষ্ট্রে পরিণত হবে।
- ধর্মীয় ঐতিহ্য, বিশ্বাস, গ্রন্থ চর্চা ইত্যাদি ধর্মীয় মূল্যবোধগুলোকে সম্মান করা এবং মেনে চলা ধর্মের অনুসারীদের অবশ্য কর্তব্য।
- গণতন্ত্রের ধারণার সাথে কতকগুলো নীতি, আদর্শ এবং আচরণবিধি জড়িত থাকে, যেগুলোকে গণতন্তকামী জনগণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয় তাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।
- নাগরিকের জীবন রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ হলো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।
- সুশাসন প্রত্যয়টি সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে ধারণাগত বোঝাতে প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- শাসনের প্রধান উপাদান হচ্ছে তিনটি। যথা- ১. প্রক্রিয়া, ২. বিষয়বস্তু, ৩. সম্পদ ও সেবা বিতরণ।
- সম্পদ ও সেবা বিতরণ বলতে বোঝায় শাসনের মাধ্যমে চরম দরিদ্র ও দরিদ্র নাগরিকেরা যেন তাদের মৌলিক চাহিদাসমূহ মেটাতে পারে এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে এমন নিশ্চয়তা বিধান করা।
- নব্বইয়ের দশকে শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিভিন্ন এজেন্সি এবং দাতা সংস্থা সুশাসন ধারণার অবতারণা করেন।
- সুশাসনের লক্ষ্য হলো জনগণের অধিকতর কল্যাণ নিশ্চিত করা।
- সুশাসন একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া।
- সুশাসনের মৌলিক ও প্রথম কথা হলো- নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শাসনের কাজে সকলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণ।
- সুশাসন প্রত্যয়টি সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে ধারাগত পরিবর্তন বোঝাতে প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- সুশাসন শাসন প্রক্রিয়ার সুশৃঙ্খল ও কাঠামোবদ্ধ একটি রূপ।
- জনগণের মৌলিক অধিকার ও বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য এবং গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ সুফল বয়ে আনতে সুশাসনের প্রয়োজন।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হলো স্বাধীন বিচার বিভাগ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা।
- জনপ্রশাসনে স্বজনপ্রীতি ও রাজনীতিকরণের ফলে ন্যায়ভিত্তিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না।
- সুশাসন সম্পর্কিত সর্বপ্রথম বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়
- সুশাসনের এক পক্ষ সরকার অন্য পক্ষ- জনগন।
- যেখানে দেশপ্রেম নেই সেখানে- সুশাসন নেই।
- যেভাবে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা যায়- ক্ষমতা বিকেন্দ্রীয়করণের মাধ্যমে।
- আইনের চোখে সবাই- সমান।
- সুশাসনের মানদন্ড- হলো- জনগণের সম্মতি ও সন্তুষ্টি।
- ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত হলো- ভালোবাসা, ন্যায়বিচার ও সততা।
- মালয়েশিয়াতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে ড. মাহাথির বিন মুহাম্মদ এর নেতৃত্বের জন্য।
- আইনের শাসন ছাড়া কখনই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।
- মূল্যবোধ সমাজ কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপদান
- ভালো-মন্দ, ঠিক- বেঠিক, কাঙ্খিত-অনাকাঙ্খিত বিষয় সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা তার নামই মূল্যবোধ।
- স্টুয়ার্ট সি ডড-র মতে, 'মূল্যবোধ হলো সেই সকল রীতি-নীতির সমষ্টি যা ব্যক্তি সমাজের নিকট হতে পেতে চায় এবং যা সমাজ ব্যক্তির নিকট হতে লাভ করে।
- ন্যায়বিচারের অভাবে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অসংগতি বৃদ্ধি পায়।
- বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যবোধ বলতে কোনো বিষয়কে বাস্তবিকভাবে বোঝার সামর্থ্যকে বোঝায়।
- যে মূল্যবোধ মানুষের বাহ্যিক দিককে গড়ে তোলে তাই হচ্ছে শারীরিক বা বাহ্যিক মূল্যবোধ।
- সামাজিক মূল্যবোধ মানুষের আচরণকে পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণ করে ধর্মীয় ঐতিহ্য, বিশ্বাস, গ্রন্থ চর্চা প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত মূল্যবোধ সমূহকে ধর্মীয় মূল্যবোধ বলা হয়।
- সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজে বসবাসকরী ব্যক্তি অথবা সমাস্থিত কোনো গোষ্ঠীর জীবন প্রণালি।
- সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে মূল্যবোধ।

- সরকার ও রাষ্ট্র জনকল্যাণমূখী না হলে তাকে মূল্যবোধের অবক্ষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
- মূল্যবোধ সমাজে যোগসূত্র ও সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।
- বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সুশাসনের পথে এক বড় বাধা।
- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারে না।
- একটি দেশের সুশাসন অনেকাংশে নির্ভর করে দেশের জনগণ কতটুকু সুশাসনের জন্য প্রস্তুত।
- জনগণের সচেতনতা, বিচক্ষণতা এবং সদিচ্ছায় ওপর নির্ভর করে দেশের শাসক কেমন হবে।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের প্রয়োজন সদিচ্ছা ও আন্ত রিকতা।
- আইনসভা হলো প্রণীত আইন, বিধিবিধান ও নীতি অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হয়।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।
- নিরক্ষর লোকদের নিকট গণতান্ত্রিক অধিকার কোনো অর্থ বহন করে না।
- সুশাসনের পথে সরাসরি বাধা হিসেবে কাজ করে দুর্নীতি।
- উপযুক্ত শিক্ষা নৈতিকতার মানকে আদর্শ করে।
- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব প্রধানত সরকারের ওপর ন্যস্ত।
- ই- গভর্নেন্সের প্রয়োজন হয় মূলত- সুশাসন প্রতিষ্ঠায়।
- সম্পদের সুষম বন্টন করা যায়- সুশাসনের মাধ্যমে।
- আইন নিষ্প্রয়োজন হয়, যদি শাসক- ন্যায়পরায়ন হয়।
- রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন বলা হয়- সাংবিধানিক আইনকে।
- মূল্যবোধ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Values.
- গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ধারণা হলো জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ব্যক্তিগত ও অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতি সম্মান ও তা কার্যকর করতে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র হলো জনগণের।
- গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে গ্রহণ করার ইচ্ছা ও সামর্থ্য জনগণের থাকা প্রয়োজন।
- ব্যক্তিগত অধিকার সংরক্ষণের জন্য জনগণকে সদা সতর্ক থাকতে হয়।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা দ্বারা দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি।
- সুশাসন হলো জনগণের অংশগ্রহণ , আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জনমত, সমতা, দক্ষতা, দায়িত্বশীলতা, স্বচ্ছ ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ।
- আইনের শাসন হচ্ছে সুশাসন ও মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান।
- দায়িত্বশীলতা ও জবাবাদিহিতা নিশ্চিত হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

গুরত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরে সুশাসন

১। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সাথে সুশাসনের সম্পর্ক কেমন?
উত্তর: অতি ঘনিষ্ঠ।

২। কী ছাড়া সুশাসনের কথা কল্পনা করা যায় না?
উত্তর: গণতন্ত্র ছাড়া।

৩। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে কোন শব্দটি বর্তমানে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে?
উত্তর: সুশাসন শব্দটি।

৪। আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ কোনমুখী রাষ্ট্র?
উত্তর: কল্যাণমুখী।

৫। সর্বাধিক জনকল্যাণ সাধন করা হয় কোন শাসনের লক্ষ্য?
উত্তর: সুশাসনের।

৬। আধুনিক বিশ্বে কোন ধরণের রাজনীতি বিদ্যমান?
উত্তর: গণতন্ত্রমুখী।

৭। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কিসের ধারণা সুশাসন ব্যবস্থায় চিত্রায়িত হয়?
উত্তর: জনগণ ও সরকারের মধ্যকার সম্পর্কের ধারণা।

৮। সুশাসন ব্যাপারটা জনগণ ও সরকারের কোন game এর মতো?
উত্তর: Win Win Game.

৯। পৃথিবীর কোন দেশগুলোতে সুশাসন খুবই জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ?
উত্তর: উয়ন্নয়নশীল দেশগুলোতে।

১০। কী হতে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে মানুষ গণতন্ত্রের দিকে ছুটছে?
উত্তর: ঔপনিবেশিক শাসন, স্বৈরাশাসন, সামরিক শাসন প্রভৃতি হতে।

১১। ইদানীং কিছু দেশে গণতন্ত্রের নামে কিসের আবির্ভাব দেখা যাচ্ছে?
উত্তর: নির্বাচিত স্বৈরশাসনের আবির্ভাব।

১২। অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ কেমন?
উত্তর: উন্নয়শীল দেশ।

১৩। সুশাসন কথাটি কার্যকর ও সফলতা লাভ করবে কবে?
উত্তর: সরকার যদি প্রকৃতপক্ষেই জনকল্যাণ দায়বদ্ধ থাকে।

১৪। বাংলাদেশে উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কোন শাসন জরুরি?
উত্তর: সুশাসন জরুরি।

১৫। একটি গতিশীল বেসামরিক খাত কিসের সৃষ্টি করে?
উত্তর: জীবিকা ও কর্মের সৃষ্টি করে।

১৬। সুশাসনের দেশ ও দশের কী হবে?
উত্তর: দেশের উন্নয়ন সাধিত হবে।

১৭। স্থান, কাল ও দেশভেদে সুশাসনের ধরণের কী লক্ষ করা যায়?
উত্তর: কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

১৮। বাংলাদেশ ও কোন বিশ্বের সুশাসনের প্রকৃতি এক নয়?
উত্তর: পশ্চিম বিশ্বের

১৯। কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থা আইনের শাসনে বিশ্বাসী?
উত্তর: গণতন্ত্র।

২০। আজও কাগজ কলম ও মৌখিক সেবার মধ্যে পড়ে আছে কী?
উত্তর: স্বচ্ছতা

২১। আইনের শাসন সকলের কোন অধিকার নিশ্চিত করে?
উত্তর: সম-অধিকার নিশ্চিত করে।

২২। বর্তমান গণতান্ত্রিক স্বৈরাশাসনমূলক দেশগুলোতে কী তেমন লক্ষ্য করা যায় না?
উত্তর: আইনের শাসন।

২৩। শাসকগোষ্ঠী কী জন্য আইনের প্রবর্তন করেন?
উত্তর: তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য।

২৪। প্রকৃত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত না হলে জনগণের কী হয়?
উত্তর: জনগণ সুবিধা বঞ্চিত হয়।

২৫। জনগণের শাসন কোন শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য?
উত্তর: সুশাসন ব্যবস্থার।

২৬। দুদক এর পূর্ণ রূপ কী?
উত্তর: দুর্নীতি দমন কমিশন।

২৭। কোন সময় শাসনব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের প্রশ্নটি আসে?
উত্তর: শুধু নির্বাচনের সময়।

২৮। আইটসোর্সিং এ অন্যতম রাষ্ট্র কোনটি?
উত্তর : আইটসোর্সিং এ অন্যতম রাষ্ট্র হলো ভারত।

২৯। জ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির নেতৃত্বে আছে কোন দেশ।
উত্তর: জ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির নেতৃত্বে আছে যুক্তরাষ্ট্র।

সততার সহিত নিজেকে যাচাই করুন
(নৈতিকতা)

১. নৈতিক কী ?
ক. অসৎ নীতি খ. মূল্যবোধের ব্যবহার
গ. নীতি সংক্রান্ত বিষয় ঘ. সামাজিক ন্যায় বিচার

২. Morality শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে ?
ক. ল্যাটিন শব্দ খ. স্প্যানিশ শব্দ
গ. গ্রিক শব্দ ঘ. আরবি শব্দ

৩. নৈতিকতা মূলত কীরূপ অবস্থা ?
ক. রাজনৈতিক খ. সামাজিক
গ. সামাজিক অবস্থা ঘ. অর্থনৈতিক অবস্থা

৪. নৈতিকতা মূলত কীরূপ ব্যাপার ?
ক. রাজনৈতিক খ. ধর্মীয়
গ. সামাজিক অবস্থা ঘ. অর্থনৈতিক অবস্থা

৫. নৈতিকতার উদ্ভব হয় কোথায় ?
ক. সমাজে খ. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে
গ. মানুষের মনে ঘ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

৬. সুন্দর জীবনের স্বার্থেই আইন বিদ্যমান থাকে উক্তিটি কার?
ক. ম্যাকিয়াভেলী খ. প্লেটো
গ. ম্যাকাইভার ঘ. এরিষ্টটল

৭. নৈতিক গুণাবলি শিশুরা কোথায় প্রথমে শিখে থাকে ?
ক. বিদ্যালয়ে খ. পরিবারে
গ. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ঘ. প্রতিবেশীদের

৮. আইন ও নৈতিকতা মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যামনা থাকলে কী ঘটে?
ক. সমাজ জীবনের উৎকর্ষতা খ. মূল্যবোধের অবক্ষয়
গ. সামাজিক অসমতা ঘ. সামজিক বিশৃঙ্খলা

৯. আইনের সাফল্য নির্ভর করে কীসের ওপর?
ক. বিচারকের ওপর খ. সরকারের ওপর
গ. জনগণের ওপর ঘ. নীতিবোধের ওপর

১০. কোনো দেশের নৈতিক মূল্যবোধ উন্নত হলে কী উন্নত হয়?
ক. আইনব্যবস্থা খ. ধর্মীয় ব্যবস্থা
গ. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঘ. সামাজিক ব্যবস্থা

১১. মানুষের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ, উচিত অনুচিত ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত বিধি-বিধানকে কী হয়?
ক. মূল্যবোধ খ. আইন গ. নৈতিকতা ঘ. দৃষ্টিকোণ

১২. ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয়া এটি নিচের কোন আইনের সাথে সম্পৃক্ত?
ক. ধর্মীয় আইন খ. নৈতিক আইন
গ. প্রথাভিত্তিক আইন ঘ. সামাজিক আইন

১৩. সমাজসেবামূলক কাজে নৈতিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করে?
ক. প্রতিবেশি খ. সমাজ গ. আইন ঘ. ধর্ম

১৪. গণতন্ত্র এর উৎপত্তি ঘটেছে কোন শব্দ থেকে?
ক. স্প্যানিশ খ. গ্রিক গ. আইন ঘ. ধর্ম

১৫. নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্সতাকে কী বলে?
ক. শুদ্ধাচার খ. মূল্যবোধ গ. সুশিক্ষা ঘ. মিথ্যাচার

১৬. যে নেতৃত্বের অধীন জনগণ অন্ধভাবে শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিবেদন করে এবং যার বক্তব্য দ্বারা জনগণ ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে থাকে তাকে কোন ধরনের নেতৃত্ব বলা হয়?
ক. রাজনৈতিক নেতৃত্ব খ. সম্মোহনী নেতৃত্ব
গ. তত্ত্বাবধানকারী নেতৃত্ব ঘ. গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব

১৭. সর্বপ্রথম সম্মোহনী ধারণা প্রদান করেন কে?
ক. কাল মার্কস খ. ম্যাক্স ওয়েবার
গ. ম্যাকাইভার ঘ. প্লেটো

১৮. সম্মোহনী নেতৃত্বের উৎকৃষ্ট উদাহরণ নিচের কোনটি?
ক. চে গুয়েভারা খ. রাজীব গান্ধী
গ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ঘ. রুজলেল্ট

১৯. বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতবাদ ও আর্দশ প্রচার করতে গিয়ে জনগণকে সংগঠিত করার জন্যে যে নেতৃত্বের প্রয়োজন হয় তাকে কী বলে?
ক. সম্মোহনী নেতৃত্ব খ. রাজনৈতিক নেতৃত্ব
গ. তত্ত্বাবধানকারী নেতৃত্ব ঘ.একনায়িকতান্ত্রিক নেতৃত্ব

২০. আইন প্রচলিত নীতিজ্ঞান থেকে অগ্রবর্তী বা পশ্চাৎপদ হয়ে পড়লে তা বলবৎ করা কঠিন উক্তিটি কার ?
ক. গেটেলের খ. উইলসনের
গ. প্লেটোর ঘ. এরিষ্টটরের

২১. আইন হলো রাষ্ট্রের নৈতিক অগ্রগতির দর্পণ-উক্তিটি কার ?
ক. গেটেলের খ. উইলসনের
গ. প্লেটোর ঘ. এরিষ্টটলের

২২. কোনো দেশের নৈতিক মূল্যবোধ উন্নত হলে কী উন্নত হয়?
ক. আইনব্যবস্থা খ. ধর্মীয় ব্যবস্থা
গ. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঘ. সামাজিক ব্যবস্থা

২৩. রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি ও অনুমোদনকৃত নিয়মকানুনকে কী বলা হয়?
ক. মূল্যবোধ খ. আইন গ. রীতি-নীতি ঘ. প্রথা

২৪. কার মতে, সাধারণ জ্ঞান, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, ন্যায়পরায়নতা, সৎ, সাহস, আনুগত্য প্রভৃতি একজন যোগ্য নেতার উল্লেকযোগ্য গুণাবলি?
ক. ম্যাক্স ওয়েবার খ. অধ্যাপক মিলার
গ. বার্ট্রান্ড রাসেল ঘ. কার্ল মার্কস

২৫. বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে, একজন নেতাকে কয়টি গুণের অধিকারী হতে হবে?
ক. দুই খ. তিন গ. চার ঘ. পাচ

২৬. প্লেটো-এরিষ্টটলের সময়ে আইনসমূহ কীসের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল?
ক. নীতিশাস্ত্রের ওপর খ. ধর্মীয় বিধানের ওপর
গ. প্রচলিত প্রথার ওপর ঘ. শাসকের ইচ্ছার ওপর

২৭. দুর্নীতি Corruption এর উৎপত্তি ঘটেছে কোন শব্দ থেকে?
ক. স্প্যানিশ খ. গ্রিক গ. লাতিন ঘ. জার্মান

২৮. সামাজিক আইনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-
ক. সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়তা করা
খ. সামাজিক অসঙ্গতি দূর করা
গ. সমাজে জাতিগত দাঙ্গা বন্ধ করা
ঘ. আইনের যথার্থ বাস্তবায়ন করা

২৯. নৈতিক মূল্যবোধ শিক্ষার প্রাথমিক মাধ্যম কোনটি?
ক. স্কুল শিক্ষক খ. বাবা গ. সমাজ ঘ. পরিবার

৩০. রাষ্ট্রের কাছে প্রধান বিবেচ্য বিষয় কোনটি ?
ক. দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন খ. মানুষের আর্থিক উন্নতি
গ. আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ঘ. দেশের নিরাপত্তা

(সুশাসন ও মূল্যবোধ)

১. রাষ্ট্র উন্নত হলে কোনটি প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. স্বৈরশাসন খ. সুশাসন
গ. আইনের অপব্যবহার ঘ. দায়িত্বের অবহেলা

২. সামাজিক মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য কোনটি ?
ক. আপেক্ষিকতা খ. জনকল্যাণমূখিতা
গ. সহমর্মিতা ঘ. সহনশীল

৩. সামাজিক মূল্যেবোধকে কী হিসেবে ব্যবহার করা হয় ?
ক. সামাজিক ন্যায়বিচার খ. সামাজিক মাপকাঠি
গ. সামাজিক বৈচিত্রময়তা ঘ. সামাজিক সেতুবন্ধন

৪. কোনটি সামাজিক ক্ষেত্রে সুশাসন?
ক. সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা খ. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা
গ. রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ঘ. বেকারত্ব হ্রাস

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কোনটি অতীব জরুরি বিষয়?
ক. রাজতন্ত্র খ. গণতন্ত্র গ. স্বৈরতন্ত্র ঘ. অভিজাততন্ত্র

৬. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অধিক প্রয়োজন-
ক. আইন প্রণয়ন খ. আইনের প্রয়োগ
গ. সচেতনতা ঘ. কোনটিই নয়

৭. সুশাসনে নাগরিকদের অংশগ্রহণ কীসের ওপর নির্ভর করে?
ক. নাগরিকদের সামর্থ্যের ওপর খ. নাগরিকদের সচেতনতার ওপর
গ. নাগরিকদের শিক্ষার ওপর ঘ. নাগরিকদের চরিত্রের ওপর

৮. অনেক সময় কোন মূল্যবোধকে বলে আখ্যায়িত করা হয় ?
ক. নৈতিক মূল্যবোধ খ. বাহ্যিক মূল্যবোধ
গ. রাজনৈতিক মূল্যবোধ ঘ. বুদ্ধিপৃত্তিক মূল্যবোধ

৯. সুশাসন বাধাগ্রস্থ হয়-
ক. আইনের শাসন না থাকলে খ. অর্থ সম্পদ না থাকলে
গ. সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর না থাকলে ঘ. বেকারত্ব হ্রাস

১০. কোনটি নৈতিক মূল্যবোধ?
ক. অন্যায় থেকে বিরত থাকা খ. পাগলামি করা
গ. ধর্মীয় বিশ্বাস ঘ. সহমর্মিতা

১১. কোনটি বাস্তবায়ন না হলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ব্যর্থ হয়ে যায়?
ক. বৈষম্য খ. গণতন্ত্রের প্রতি উদাসীনতা
গ. সহিষ্ণুতার অভাব ঘ. আইনের শাসন

১২. আতিথেয়তা কোন ধরনের মূল্যবোধ ?
ক. সামাজিক মূল্যবোধ খ. রাজনৈতিক মূল্যবোধ
গ. নৈতিক মূল্যবোধ ঘ. ধর্মীয় মূল্যবোধ

১৩. নেতৃত্বের বৈধতা থাকলে কী প্রতিষ্ঠা সহজ হয়?
ক. সুশাসন খ. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
গ. অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘ. সামাজিক ন্যায়বিচার

১৪. মানুষের আচরণ বিচারের মানদন্ডকে কী বলা হয় ?
ক. সামাজিক মূল্যবোধ খ. রাজনৈতিক মূল্যবোধ
গ. নৈতিক মূল্যবোধ ঘ. ধর্মীয় মূল্যবোধ

১৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্তসমূহ পূরণ হতে পারে নিচের কোনটির মাধ্যমে?
ক. নেতৃত্বের স্বয়ংসম্পূর্ণতা খ. নেতৃত্বের সদিচ্ছা
গ. নেতৃত্বের ঔদাসিন্য ঘ. জনগণের সদিচ্ছা

১৬. মূল্যবোধ মানুষের কোন আচারণকে নিয়ন্ত্রণ করে ?
ক. বাহ্যিক খ. অভ্যন্তরীণ
গ. আত্মিক ঘ. বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ

১৭. দুর্নীতি দমনের জন্য প্রয়োজন-
ক. নিরপেক্ষ নির্বঅচন কমিশন খ. দক্ষ কর্ম কমিশন
গ. মানবাধিকার কমিশন ঘ. স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন

১৮. নির্বাচনে পরাজয়ের পর ফলাফল মেনে নেওয়া কোন ধরনের মূল্যবোধ?
ক. সামাজিক খ. রাজতান্ত্রিক গ. রাজনৈতিক ঘ. নৈতিক

১৯. কোনটি সুশানসনের একটি অন্যতম প্রত্যয়?
ক. স্বজনপ্রীতি খ. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
গ. দুর্নীতি দমন ঘ. সামাজিক বিশৃঙ্খলা

২০. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সমস্যা কোনটি?
ক. বিচার বিভাগ স্বতন্ত্রীকরণ খ. সিভিল সার্ভিস সংস্করণ
গ. স্বাধীন মত প্রকাশ ঘ. সংঘাতময় রাজনীতি

২১. সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কোন ধরনের মূল্যবোধ?
ক. সামাজিক খ. ধর্মীয়. গ. গণতান্ত্রিক ঘ. নৈতিক

২২. গণতন্ত্র কীসের ওপর জোর দেয়?
ক. শক্তি খ. ক্ষমতা গ. সম্মতি ঘ. সমতা

২৩. সমাজের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণের দায়বদ্ধতা কীসের?
ক. সুশাসনের খ. মূল্যবোধের
গ. ন্যায়বিচারের ঘ. সাম্যের

২৪. রাষ্ট্র কী ধরনের প্রতিষ্ঠান?
ক. রাজনৈতিক খ. সামাজিক গ. ন্যায়বিচারের ঘ. সাম্যের

২৫. বিপদগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো কোন ধরনের মূল্যবোধ?
ক. সামাজিক খ. ধর্মীয় গ. নৈতিক ঘ. আধ্যাতিক

২৬. বাংলাদেশে যে ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা বিদ্যমান-
ক. গণতান্ত্রিক খ. সমাজতান্ত্রিক
গ. যুক্তরাষ্ট্রীয় ঘ. একনায়কতন্ত্রিক

২৭. কোন শাসনব্যবস্থায় শাসকের আদেশই আইন?
ক. গণতান্ত্রিক খ. সমাজতান্ত্রিক
গ. একনায়কতান্ত্রিক ঘ. রাজতান্ত্রিক

২৮. শিল্প ও কলকারখানায় উৎপাদন ও বিপণনের সাথে কোন মূল্যবোধ জড়িত?
ক. সামাজিক খ. অর্থনৈতিক গ. ব্যবসায়িক ঘ. বাণিজ্যিক

২৯. স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায় আদালত কী বলে অভিহিত করেন?
ক. সমাজের নীতি খ. প্রহসন গ. সম্মতি ঘ. সমতা

৩০. সরকারের কার্যকারিতা নষ্ট হয়-
ক. টাকা পয়সার অভাবে
খ. নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতার অভাবে
গ. বিরোধীদলের সহিংস আচরণের জন্য
ঘ. দাতা দেশগুলোর সাহায্য না দেওয়া কারণে

৩১. সতীদাহ প্রথা বিলোপ, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ কোন ধরনের মূল্যবোধের উদাহরণ?
ক. সামাজিক খ. ধর্মীয় গ. হিন্দুরীতি ঘ. আধুনিক

৩২. একনায়কতন্ত্রে জনগণের মধ্যে দায়িত্ববোধ না জন্মানোর কারণ কী?
ক. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করা
খ. সীমাহীন দুর্নীতির উপস্থিতি
গ. নেতা ও দলের মধ্যে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া
ঘ. স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা

৩৩. গণতন্ত্রের ভিত্তি কোনটি?
ক. জনমত ও সাধারণ নির্বাচন খ. জনমত ও সরকার
গ. জনগণ ও জনমত ঘ. সাধারণ নির্বাচনও রাজনৈতিক জ্ঞান

৩৪. কোনটি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি?
ক. প্রকাশ্য ভোটদান খ. গোপনে ভোটদান
গ. কাগজে লিখে ভোট দান ঘ. গণভোট

৩৫. কে সরকারকে আধুনিক শ্রেণিবিভাগ করেছেন?
ক. এরিস্টটল খ. লিকক গ. গার্নার ঘ. ম্যাকাইভার

৩৬. কোন ধরনের মূল্যবোধের অভাব হলে পহেলা বৈশাখের মতো সামাজিক অনুষ্ঠানে বোমা মারা হয়?
ক. ধর্মীয় খ. নৈতিক গ. সামাজিক ঘ. সাংস্কৃতিক

৩৭. কোনটি রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ?
ক. দেশ রক্ষা খ. পররাষ্ট্র সংক্রান্ত
গ. নিরক্ষরতা দূরীকরণ ঘ. প্রশাসন

৩৮. সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল থাকে-
ক. ৬টি খ. ৩টি গ. ২টি ঘ. ১টি

৩৯. Values are the standard used to judge behavior and to chase among various possible goals- সংজ্ঞাটি কার?
ক. F.E Meril খ. G Catanse
গ. M Spenser ঘ. M W Pumfrey

৪০. মূল্যবোধ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে কে?
ক. যুবক খ. বৃদ্ধ গ. শিশু ঘ. সকলেই

৪১. একজন ব্যক্তির মধ্যে কোন ধরনের মূল্যবোধের অভাব হলে ন্যায় পরায়নতা, সহনশীলতা, শৃঙ্খলাবোধ, ইত্যাদি গুনাবলীর দেখা পাওয়া যায় না?
ক. নৈতিক খ. আধ্যাতিক গ. সামাজিক ঘ. আত্মিক

৪২. কিসের মাধ্যমে মূল্যবোধ শুরু হয়?
ক. শিক্ষার মাধ্যমে খ. প্রযুক্তির মাধ্যমে
গ . অর্থের মাধ্যমে ঘ . নৈতিকতার মাধ্যমে

৪৩. কে মূল্যবোধকে মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদ- বলেছেন?
ক. D Stain খ. M R William
গ. N Rescher ঘ . F E Meril

৪৪. কোনটি মূল্যবোধের উপাদান নয়?
ক. আইনের শাসন খ. কর্তব্যবোধ
গ. সরকার ঘ. জবাবদিহিতা

৪৫. মূলবোধ কোন ধরনের বিষয়?
ক. সামাজিক খ. মানসিক
গ. সাংস্কৃতিক ঘ. রাজনৈতিক

উত্তরপত্র

(নৈতিকতা)

১	গ	৭	খ	১৩	ঘ	১৯	খ	২৫	খ
২	ক	৮	ক	১৪	খ	২০	ক	২৬	ঘ
৩	খ	৯	ঘ	১৫	ক	২১	খ	২৭	গ
৪	ক	১০	ক	১৬	খ	২২	ক	২৮	ক
৫	গ	১১	গ	১৭	খ	২৩	খ	২৯	ঘ
৬	ঘ	১২	খ	১৮	গ	২৪	খ	৩০	ঘ

(সুশাসন ও মূল্যবোধ)

১	খ	১০	ক	১৯	গ	২৮	খ	৩৭	গ
২	ক	১১	ঘ	২০	ঘ	২৯	খ	৩৮	ঘ
৩	খ	১২	ক	২১	খ	৩০	খ	৩৯	খ
৪	ক	১৩	ক	২২	গ	৩১	ঘ	৪০	ক
৫	খ	১৪	ক	২৩	ক	৩২	ঘ	৪১	গ
৬	ক	১৫	খ	২৪	ক	৩৩	ক	৪২	ক
৭	খ	১৬	গ	২৫	গ	৩৪	খ	৪৩	খ
৮	ক	১৭	ঘ	২৬	ক	৩৫	খ	৪৪	গ
৯	ক	১৮	গ	২৭	গ	৩৬	ঘ	৪৫	খ

BCS Bank
PDF বইয়ের অনলাইন লাইব্রেরী
MyMahbub.Com